এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ
7439287442

৩ বিরোধী দলনেতার পদ নিয়ে শোভনদেব-ঋতব্রত মামলায় শুনানি শেষ
পুলিশকর্তাদের সতর্কবার্তা দিয়ে প্রশ্ন অভিষেকের ৩

কলকাতা ২২ নভেম্বর ২০২৬ ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ রবিবার বিংশ বর্ষ ১৬০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.11.2026, Vol. 20 Issue No. 160, 8 Pages, Price 3.00

শুকনো আবহাওয়ায় মঙ্গল থেকে বঙ্গে শীতের আমেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণিঝড় 'আকভান' প্রভাবের জন্য গত কয়েক দিন ধরে বৃষ্টিতে ভিজছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। তবে শনিবার থেকে এবার ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করল আবহাওয়ার পরিস্থিতি। যদিও স্থলভাগে আছড়ে পড়ার পর থেকেই ক্রমাগত শক্তি হারিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের অবশিষ্টাংশ গভীর নিম্নচাপ থেকে নিম্নচাপে পরিণত হয়। এর ফলে একদিকে যেমন বৃষ্টির দাপট কমল, তার পাশাপাশি তাপমাত্রাও ধীরে ধীরে স্বাভাবিকের দিকে ফিরছে। শনিবার ভোরে বৃষ্টি হলেও, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে রোদ ওঠে। মোটের উপর শনিবার সারাদিন মেঘলা আকাশ থাকলেও মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়া আরও শুকনো হবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে ঠান্ডার অনুভূতি, এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

এই প্রসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানান, 'ধীরে ধীরে বৃষ্টি কমবে এবং শুকনো আবহাওয়ার সঙ্গে পারদ নামা শুরু হবে। ঠান্ডার অনুভূতিও বাড়বে।' এছাড়াও আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা নাগাদ ঘূর্ণিঝড়ের অবশিষ্টাংশ গভীর নিম্নচাপ থেকে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। বর্তমানে এই নিম্নচাপ দক্ষিণ ওড়িশার উপর অবস্থান করছে। উত্তর দিকে এগিয়ে ওড়িশার উপর দিয়েই আরও শক্তি হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও গত দু'দিনে রাজ্যের সর্বোচ্চ



তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যায়। দু'দিন ধরে মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টির কারণে দিনের তাপমাত্রা অনেকটাই নেমে যায়। অন্যদিকে, রাতের তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা বেশি। মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে শুকনো আবহাওয়া ফিরতে পারে। তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকার পূর্বাভাস দিচ্ছে হাওয়া অফিস। তবে শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হয়েছে। মুর্শিদাবাদের এক বা দু'টি জায়গায় ভারী বৃষ্টি হয়। সেখানে ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টির আশঙ্কার কথা জানিয়েছিল হাওয়া অফিস। পাশাপাশি কয়েকটি জেলায় বজ্রপাতের সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইবার সতর্কতা ছিল।

এদিকে, মাঠের পাকা ধান মাঠেই, কোথাও কাটা ফসল পড়ে রয়েছে জমিতেই। তার উপর দু'দিন ধরে চলা একটানা বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ায় বহু জায়গায় মাটিতে নুয়ে পড়েছে ধানগাছ। ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার এই পরিবর্তন হুগলি ও হাওড়ার কৃষকদের মধ্যে ধান ও আলু চাষে বড়সড় ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শুধু ধান নয়, আলু ও আনাজ চাষও যথেষ্টই ক্ষতির মুখে পড়েছে। মাঠের ফসল ঘরে তোলার মুখে এমন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এখন চাষের খরচ উঠে আসবে কি না, তা নিয়েই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা। যদিও জেলা কৃষি দপ্তরের থেকে পাওয়া প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, দুই জেলাতেই বৃষ্টির জেরে ধানচাষে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

'চ্যালেঞ্জকে আমি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিই'

চিন্তার সীমাবদ্ধতাকে ভাঙার ডাক প্রধানমন্ত্রীর



চিত্ত মাহাতো ● খড়্গপুর

চ্যালেঞ্জ গ্রহণই সাফল্যের চাবিকাঠি। নিজের সামর্থ্যকে কখনও সীমাবদ্ধ চিন্তার গণ্ডিতে আটকে রাখা উচিত নয়। আইআইটি খড়্গপুরের প্লাটিনাম জুবিলি উদ্যাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার খড়্গপুরে দেশের প্রথম আইআইটির ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি পড়ুয়া, গবেষক এবং প্রাক্তনীদের উদ্দেশে বলেন, 'চ্যালেঞ্জ নেওয়া আমার স্বভাব। চ্যালেঞ্জের সামনে পড়লে আমি পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিই।'

শনিবার খড়্গপুর আইআইটি'র প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদযাপনে উদ্ভাবন, স্টার্ট-আপ ও বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে প্রযুক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি মিডিয়া ব্রিফিংয়ে জাতি গঠন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে খড়্গপুর আইআইটির অবদান তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। খারাপ আবহাওয়ার কারণে অনুষ্ঠানে পৌঁছতে দেরি হওয়ায় শুরুতেই উপস্থিত সকলের কাছে ক্ষমা চান প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, নির্ধারিত সময়ে পৌঁছতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সড়কপথে খড়্গপুরে আসতে হয়েছে তাঁকে।

ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আইআইটি খড়্গপুর শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, স্বাধীন ভারতের আত্মনির্ভরতার অভিযাত্রার অন্যতম ভিত্তি। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রাক্তন বন্দিশিবিরের মাটিতেই আজ এমন এক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যেখান থেকে দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাতারা বেরিয়ে আসছেন। তাঁর কথায়, 'যে ভূমিতে একদিন স্বশাসনের স্বপ্ন দেখা হয়েছিল, আজ সেই ভূমিই আত্মনির্ভর ভারতের সংকল্পের প্রতীক।' তরুণদের উদ্দেশে তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় বাধা বাইরের নয়, মানুষের নিজের চিন্তার সীমাবদ্ধতা। এই 'লিমিটিং বিলিফ' ভেঙে ফেলতে হবে। তাঁর কথায়, 'নিজের স্বপ্ন, প্রতিভা কিংবা দেশের সামর্থ্যকে কখনও সীমাবদ্ধ ভেবে বসে থাকা উচিত নয়। ভারত গত কয়েক বছরে সেই সীমা ভেঙেই এগিয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ইসরোর ভূমিকা লিমিটেড ছিল। সিস্টেম ছিল অন্যরকম। আমি মন্ত্রককে বলি, নতুনদের সুযোগ দিতে হবে প্রবেশের। সেইমতো তাদের জন্য মুক্ত করে দেওয়া হয়। আজ খড়্গপুরের আইআইটি থেকে বেরিয়ে যুবকরা স্কাই রুট তৈরি করে ভারতের প্রথম রকেট লঞ্চ করার গৌরব এনে দিয়েছে।'

দেশের উন্নয়নের উদাহরণ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একসময় দারিদ্র্য দূরীকরণকে অসম্ভব বলে মনে করা হত। কিন্তু সঠিক নীতি ও উদ্যোগের মাধ্যমে গত এক দশকে কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার বাইরে এসেছেন। একইভাবে সেমিকন্ডাক্টর শিল্প এবং মহাকাশ ক্ষেত্রেও ভারত নতুন দিগন্ত খুলেছে। তাঁর দাবি, একসময় যে সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনকে অসম্ভব বলা হত, আজ ভারত সেই ক্ষেত্রেও দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। মহাকাশ ক্ষেত্রকে বেসরকারি উদ্যোগের জন্য খুলে দেওয়ার ফলেও নতুন প্রজন্মের উদ্যোগপতিরা বিশ্বমঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল করছেন। আইআইটি খড়্গপুরের প্রাক্তনীদের অবদানেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশের শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা থেকে শুরু করে বিশ্বজুড়ে নেতৃত্বের জায়গায় আইআইটি খড়্গপুরের প্রাক্তনীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আগামী দিনে 'বিকশিত ভারত ২০৪৭' গড়ার ক্ষেত্রেও এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের বড় দায়িত্ব রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারতের ক্ষমতা এখানেই প্রমাণিত হয় যখন সব হুঁশিয়ারিকে জবাব দিতে এই দেশ সাহসী হয়ে ওঠে।' তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে অনেকেই প্রশ্ন করেন। তাদের বলি, আমার স্বভাব এটা। হুঁশিয়ারের জবাব দেওয়া না পর্যন্ত আমি থাকতে পারিনা। হুঁশিয়ারির জবাব দিয়ে দ্রুত শান্ত হয়ে গিয়ে কিছু লোক তাদের ভাবনায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এটা হল সীমাবদ্ধ বিশ্বাস। এর থেকেই নিজেদের স্বপ্নকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। ভাবতেই দেয় না, কি সম্ভব আর কি সম্ভব নয়। বেশিরভাগ লোকই বলে, হবে না, এসব হবে না। এই ধরনের লোক জীবনে জিততে পারেনা। নিজেকে নিজের দেশকে সারা বিশ্বের আঙিনায় তুলে ধরতে নিজের ভাবনার সীমাবদ্ধতা ভেঙে ফেলতে হয়। গত কয়েক বছরে ভারত সেটাই করে দেখিয়েছে। আমরা যখন সরকারে আসি তখন এই পরিস্থিতিই ছিল। প্রথমে আমরা গরিবদের শৌচালয় বানানোর কথা বলি। সংসদে বিষয়টাকে কটাক্ষ করা হয়েছিল। বলেছিল এ কেমন প্রধানমন্ত্রী। গরিবদের জন্য আবার শৌচালয় বানানোর কথা বলছেন। আসলে তারা জানে না, গরিব মা-বোনদের জন্য শৌচালয় কত জরুরি'।

তরুণদের উদ্দেশে তাঁর আহ্বান, ব্যক্তিগত সাফল্যের পাশাপাশি দেশকে সর্বাগ্রে রাখতে হবে। 'নেশন ফার্স্ট' মন্ত্রকে সামনে রেখে এগোলে ব্যক্তি এবং দেশের উন্নয়ন; দু'টিই সম্ভব হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ভাষণের শেষে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত থেমো না।' তাঁর আশা, আইআইটি খড়্গপুরের শতবর্ষ উদ্যাপনের সময় ভারত একটি সম্পূর্ণ বিকশিত দেশে পরিণত হবে এবং সেই লক্ষ্য পূরণে আজকের তরুণ প্রজন্মই নেতৃত্ব দেবে।

গামছা উড়িয়ে নীতীশ সেতুর উদ্বোধন মোদীর

পাটনা, ২১ নভেম্বর বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নামে সেতু! উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৯.৭৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ৬ লেনের এই নীতীশ সেতু পাটনা জেলার কাচ্চি দরগার সঙ্গে বৈশালীর বিদুপুর ব্লককে জুড়ছে। গঙ্গার উপর তৈরি হওয়া এই সেতুর কাজ গত ১৪ বছর ধরে চলছিল। শনিবার গামছা উড়িয়ে এই সেতুর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

গত বছর ১৪ নভেম্বর বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-এর জয়ের পর গামছা উড়িয়ে বিজেপির সদর দপ্তরে ঢুকেছিলেন মোদী। প্রায় এক বছর পরে সেই স্মৃতি উসকে সেতু উদ্বোধনে ফের গামছা ওড়ালেন মোদী। উপস্থিত ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ানও।

শনিবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিহারে পৌঁছোন মোদী। পাটনায় তাঁকে স্বাগত জানান জেডিইউ প্রধান তথা বর্তমানে রাজ্যসভার সাংসদ নীতীশ। এক অপরকে আলিঙ্গন করেন তাঁরা। পটনা বিমানবন্দরে খোশমেজাজে কথাও বলতে দেখা যায় দুই নেতাকে। পরে নীতীশের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে মোদী লেখেন, 'পাটনা বিমানবন্দরে নীতীশ কুমারজির সঙ্গে দেখা করে খুব ভাল লাগল।'



বিহারের বুকে এই অত্যাধুনিক সেতুটিকে বিজেপি-জেডিউ সরকারের উন্নয়নের প্রতীক হিসাবে তুলে ধরতে চাইছে বিজেপি। পাটনার কাচ্চি দরগা থেকে বৈশালীর বিদুপুরকে সংযুক্তকারী গঙ্গার ওপর নির্মিত ১৯.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই 'এক্সট্রাডোজড কেবল-স্টেড' সেতুটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৪,২৮০ কোটি টাকা। সেতুটি ৬ লেনের। ২২ নম্বর ও ৩২২ নম্বর জাতীয় সড়কের মধ্যে সংযোগস্থাপনকারী ওই সেতুটি পাটনা থেকে বিহারের প্রান্তিক এলাকার মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা মসৃণ করবে।

নীতীশের নামে সেতু নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক চাপানউতর শুরু হয়েছে বিহারে। আরজেডি নেতা তথা লালুপ্রসাদ যাদবের পুত্র তেজস্বী যাদবের দাবি, নীতীশের নামে সেতু উদ্বোধন করে বিজেপি বোঝাতে চাইছে যে, জেডিইউ নেতার রাজনৈতিক জীবনে দাঁড়ি পড়ে গিয়েছে। তেজস্বী বলেন, 'আমরা সকলেই জানি, যখন কোনও ব্যক্তি জীবিত থাকেন, তখন তাঁর নামে কোনও মূর্তি বা সেতু তৈরি হয় না। হয়তো বিজেপি এই বার্তাই দিতে চাইছে যে, নীতীশের রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে।' আরজেডির দাবি, সেতুর নির্মাণকাজ চলার সময় তারা এটি স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কর্পূরী ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী অক্ষয়বট রাইয়ের নামে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

বিজেপি পাল্টা আক্রমণ করেছে তেজস্বীকে। দলের রাজ্য মুখপাত্র কুন্তল কৃষ্ণ তেজস্বীর উদ্দেশে বলেন, 'আপনি এবং আপনার পরিবার কেবল লুট করেছে। নীতীশ কুমার এবং তাঁর পরবর্তী আমলে বিহারের যে উন্নয়ন, তার সাক্ষ্যবহন করছে এই সেতু।'

পুরসভায় চাকরির সুপারিশ কাদের?

জেলেই সুজিতকে জেরায় সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করতে এবার প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর কাছে তথ্য জানতে চাইল সিবিআই, চাকরির জন্য কাদের নাম এসেছিল তাঁর কাছে? রাজ্যের কোন প্রভাবশালীরা বিভিন্ন পুরসভায় নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করেছিলেন? সেই সুপারিশ মেনেই কি চাকরি হয়েছিল? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতেই শনিবার প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে গিয়ে সুজিতকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।

এই তদন্তে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রের দাবি, রাজ্যের একাধিক পুরসভায় নিয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সুজিত বসুর কাছে চাকরিপ্রার্থীদের নাম পাঠিয়েছিলেন। সেই নামগুলি কীভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জায়গা করে নিয়েছিল, তাই খতিয়ে দেখতে চাইছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। তবে শুধু সুপারিশের তালিকা নয়, কারা এই সুপারিশ করেছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে নিয়োগের কোনও যোগ ছিল কি না, সেটাও তদন্ত করে দেখছেন গোয়েন্দারা। এদিন আদালতের বিশেষ অনুমতি পাওয়ার পর সংশোধনাগারে পৌঁছন সিবিআই আধিকারিকরা। পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে এর আগে একাধিক বর্তমান ও প্রাক্তন পুরকর্তা, কাউন্সিলর এবং কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তাঁরা। দক্ষিণ দমদম-সহ বেশ কয়েকটি পুরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত নথিও পরীক্ষা করছেন তদন্তকারীরা।

সিবিআই সূত্রের খবর, সেই সব নথি এবং ডিজিটাল তথ্য ঘেঁটে বেশ কিছু সুপারিশের সূত্র পাওয়া গিয়েছে। তবে সিবিআইয়ের মূল লক্ষ্য, ওই সুপারিশগুলির পিছনে



কারা ছিলেন এবং তাঁদের প্রভাব খাটিয়ে কাউকে চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিশ্চিত করে জানতে চাইছে সিবিআই। এইক্ষেত্রে তদন্তকারীদের প্রশ্ন, বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে আসা নামের ভিত্তিতে কি নিয়োগের সিদ্ধান্ত বদলেছিল? সুপারিশকারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরসভাগুলির কোনও যোগসূত্র ছিল? এই বিষয়গুলিতে সুজিতের বক্তব্যের সঙ্গে তদন্তে পাওয়া নথি মিলিয়ে দেখতে চাইছেন তাঁরা।

চাঁদের 'মাটি'তে আলুচাষ



নিউ ইয়র্ক, ২১ নভেম্বর: চাঁদে লম্বা সময়ের জন্য থেকে গবেষণা চালাতে গেলে, সেখানেই খাদ্য উৎপাদনের কৌশল রপ্ত করা জরুরি। সেই কৌশল রপ্ত করার পথে বিজ্ঞানীদের এক ধাপ এগিয়ে দিল সাম্প্রতিক এক গবেষণা। চাঁদের মাটিতে সফল ভাবে আলু চাষ করে দেখালেন বিজ্ঞানীরা। চাঁদের মাটি পৃথিবীর চেয়ে অনেকটাই আলাদা। পৃথিবীর মাটির মতো চাঁদের মাটিতে কোনও জৈব পদার্থ নেই। চন্দ্রপৃষ্ঠের ওই মাটিকে বলা হয় 'লুনার রিগোলিথ', যা আসলে গুঁড়ো হয়ে যাওয়া পাথর এবং ধুলোর মিশ্রণে তৈরি। কোটি কোটি বছর ধরে চন্দ্রপৃষ্ঠে যে সব উল্কাপাত হয়েছে, তা থেকেই তৈরি হয়েছে এই রিগোলিথ। চন্দ্রপৃষ্ঠের বেশির ভাগ অংশ জুড়েই এই মাটি ছড়িয়ে রয়েছে।

কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা চাঁদের মাটিতে সফল ভাবে আলু চাষ করে বিজ্ঞানীমহলে সাড়া ফেলে দিয়েছেন আমেরিকার ওরেগন স্টেট ইউনির্ভাসিটির উদ্ভিদ-জীববিজ্ঞানী অ্যামেরিক গয়ার এবং তাঁর সহযোগীরা। উল্লেখ্য, নির্দিষ্ট কিছু আগ্নেয়গিরির শিলা ও খনিজ পদার্থকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গুঁড়ো করে, ছেঁকে, তাপ দিয়ে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে চাঁদের কৃত্রিম মাটি (সিমুলেটেড রিগোলিথ) তৈরি করা হয়ে থাকে। প্রকৃতিগত ভাবে এই মাটি চন্দ্রপৃষ্ঠে পাওয়া ধুলোর মতোই।

চাঁদের রেগোলিথে নাইট্রোজেন থাকে না। কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা ওই মাটিতেও ছিল না। ফলে কোনও জৈব উপাদান যোগ না করে সেখানে কোনও ভাবেই ফসল ফলানো সম্ভব ছিল না। গয়ার এবং তাঁর সহযোগীরা চাঁদের ওই কৃত্রিম মাটিতে আলাদা আলাদা মাত্রায় জৈব সার মিশিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন। তাতে দেখা যায়, কৃত্রিম আলোর মধ্যে নির্দিষ্ট একটি মাত্রায় জৈব সার মিশ্রিত চাঁদের মাটিতে আলু চাষ করা সম্ভব। গয়ারদের এই গবেষণায় সাহায্য করেছিল মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসাও।

অশান্ত বাংলা-দ্বেষে নামল সীমান্ত বাহিনী

ঢাকা, ২১ নভেম্বর: আওয়ামি লীগের বিক্ষোভের জেরে উত্তাল বাংলাদেশ। পাল্লা দিয়ে চলছে হিন্দুদের উপর আক্রমণও। নড়াইলে সংখ্যালঘু পরিবার এবং আওয়ামি দলের নেতাকর্মীদের প্রায় ২০০ বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। কাঠগড়ায় বিএনপি। সূত্রের দাবি, হামলায় বেশ কয়েকজন হিন্দু ও আওয়ামি কর্মীর মৃত্যুও হয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিসেম্বরে দেশে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন। তার আগে দেশের নানা প্রান্তে নতুন করে অশান্তি শুরু হয়েছে। তারেক রহমানের সরকারের দাবি, হাসিনার দল আওয়ামি লীগের ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের ইন্ধন রয়েছে অশান্তির নেপথ্যে। জেলায় জেলায় বিক্ষোভ চলছে পোশাকশ্রমিকদেরও। এই পরিস্থিতিতে অশান্তিতে ইন্ধনের জন্য সরাসরি হাসিনার দিকে আঙুল তুললেন বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন দল বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রাহুল কবির রিজভী। তিনি দাবি করেছেন, দেশ জুড়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করে নতুন আন্দোলন গড়ে তুলতে চান হাসিনা। সেই কারণেই এত অশান্তি হচ্ছে চারদিকে।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো জানিয়েছে, শুক্রবার যশোরের একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে হাসিনা ও তাঁর দলকে আক্রমণ করেন রাহুল। বলেন, 'এই অশান্তিতে দেশের বাইরে থেকে মদত দেওয়া হচ্ছে। কারণ, শেখ হাসিনার লাশ দরকার। কারণ, তিনি একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে চান।' পুলিশ-প্রশাসনের ভিতরেও গণতন্ত্রবিরোধী শক্তি লুকিয়ে আছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব।

বাইরে থেকে অশান্তিতে মদত দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেকও।



বলেছেন, 'একটি গোষ্ঠী দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা শুরু করেছে। যথেষ্ট হয়েছে। আমরা এই সন্ত্রাসী, অগ্নিসংযোগকারী এবং খুনিদের পরিষ্কার বার্তা দিতে চাই।' আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে শনিবার সকাল থেকে ঢাকা-সহ বিভিন্ন জেলায় সীমান্তরক্ষী বাহিনী নামিয়েছেন তারেক। মোট আটটি জেলায় ৯০ প্লাটুন বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) মোতায়েন করা হয়েছে। তার মধ্যে ঢাকা, ঢাকা মহানগর ছাড়াও রয়েছে গোপালগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর এবং কক্সবাজার। বিজিবি জানিয়েছে, সরকারি সম্পত্তি, শিল্পাঞ্চল-সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নিরাপত্তা রক্ষা করতে তারা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে মিলে কাজ করবে। যে কোনও বিশৃঙ্খলা বা হিংসা দমন করবে কঠোর হাতে।

গত কয়েক দিনে গোপালগঞ্জ ছাড়াও সিলেট, নারায়ণগঞ্জ, ফেনী, বাগেরহাট, ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লদীপুর, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, নাটোর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী, নেত্রকোণা, পাবনার মতো জেলায় অশান্তি ছড়িয়েছে।

অভিযোগকারিণীকে কোনও দিন চোখেই দেখেননি ব্রাত্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি রাজ্যের প্রাক্তন দুই মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও ব্রাত্য বসু-সহ সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে জিরো এফআইআর দায়ের হয়েছে বাগুইআটি থানায়। সূত্রের খবর, তাঁদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা, দুর্নীতির মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর 'অন্তরালেই' ছিলেন তিনি। সাংস্কৃতিক মঞ্চে বিচরণ থাকলেও রাজনৈতিক স্পর্শ এড়িয়ে চলছিলেন। তবে সম্প্রতি সেই ব্রাত্য বসুর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা, দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার দু'দিন পর সেই বিষয়ে মুখ খুললেন তিন বারের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী। জানালেন, অভিযোগকারিণীকে তিনি চিনতেনেই না। কোনও দিন চোখেও দেখেননি। আইনি লড়াইয়ের কথা জানিয়ে ব্রাত্য জানান, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের নেপথ্যে কোনও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নেই। বরং অনেক বেশি ব্যক্তিগত! তিনি মনে করেন, ব্যক্তিগত 'শত্রুতা' থেকে তাঁর বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

সম্প্রতি রাজ্যের প্রাক্তন দুই মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও ব্রাত্য-সহ সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে জিরো এফআইআর দায়ের হয়েছে বাগুইআটি থানায়। সূত্রের খবর, তাঁদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা, দুর্নীতি এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এক জন নন, অভিযোগকারিণী বেশ কয়েক জন। দুই প্রাক্তন মন্ত্রীর মধ্যে ইন্দ্রনীল দুর্গাপুজোয় পাস বিক্রি নামে দুর্নীতির অভিযোগে জেলবন্দি! আর ব্রাত্য এই অভিযোগ নিয়ে জানালেন, অভিযোগকারিণীদের চেনেনেই না।

‘আকভান’ প্রভাবের বৃষ্টিতে ধান ও আলুর ফলনে বিপর্যস্ত চাষিদের উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মাঠের পাকা ধান মাঠেই, কোথাও কাটা ফসল পড়ে রয়েছে জমিতেই। তার উপর দু’দিন ধরে চলা একটানা বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ায় বহু জায়গায় মাটিতে নুয়ে পড়েছে ধানগাছ। ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার এই পরিবর্তন হুগলি ও হাওড়ার কৃষকদের মধ্যে ধান ও আলু চাষে বড়সড় ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হল। শুধু ধান নয়, আলু ও আনাজ চাষও যথেষ্টই ক্ষতির মুখে পড়েছে। মাঠের ফসল ঘরে তোলার মুখে এমন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এখন চাষের খরচ উঠে আসবে কি না, তা নিয়েই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা। যদিও জেলা কৃষি দপ্তরের থেকে পাওয়া প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, দুই জেলাতেই বৃষ্টির জেরে ধানচাষে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। পাশাপাশি জমিতে জল জমে যাওয়ার কারণে কোথাও কাটা ধান জলে ভাসছে, কোথাও আবার ধানের শিস জলে ডুবে আছে। হুগলির আরামবাগ, গোঘাট, পুরশুড়া, খানাকুল, তারকেশ্বর, ধনেখালি, সিঙ্গুর, পোলবা, দাদপুর, জাঙ্গিপাড়া, চণ্ডীতলা, পাণ্ডুয়া ও হরিপালের বিস্তীর্ণ এলাকায় পরিস্থিতি যথেষ্টই উদ্বেগজনক। একই চিত্র হাওড়ার শ্যামপুর, বাগনান, আমতা, উদয়নারায়ণপুর ও উলুবেড়িয়াতেও, সেখানেও কৃষি কাজে বড়োসড়ো ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষি আধিকারিকরা।



আমতা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক কৃষক শমিত পাঁজা বলেন, এই বার প্রায় ছয় বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমার প্রায় ৪২ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বৃষ্টিতে যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তাতে খরচের টাকাটাও উঠবে কি না, জানি না। উলুবেড়িয়া এলাকার কৃষক অষ্ট ঘরামি বলেন, সবেমাত্র মাঠের ধান কাটা শুরু করেছিলাম। দু’দিনের বৃষ্টিতে সব নষ্ট হয়ে গেল। একইভাবে আমতা, জগৎবল্লভপুর, উদয়নারায়ণপুর এলাকার চাষীদের আশঙ্কা, বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ায় ধানগাছ মাটিতে নুয়ে পড়েছে। কোথাও ধানের শিস জলের নীচে চলে গিয়েছে। দীর্ঘ সময় ধান জলে ডুবে থাকলে চালের গুণমান নষ্ট হতে পারে। তখন চালকলের মালিকরাও সেই ধান বেশি দামে কিনতে চান না। হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে ধানের পাশাপাশি আলু ও আনাজ চাষ নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। এই সময় আলুর বীজ রোপণ করার কাজ চলে। আমতার কৃষক নিবারণ দাস বলেন, অকাল বর্ষণের ফলে আলু চাষের ভালো রকম ক্ষতি হয়েছে। অনেক আনাজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির হাওড়া জেলার সভাপতি তরুণ ধোলে জানান, অগ্রহায়ণ মাসে পোখরাজ, সুপারসিড ও কলম্বো প্রজাতির আলুর বীজ বসানো হয়। যদিও তাঁর আশঙ্কা, যে সব আলুর এখনও চারা হয়নি, সেগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। উদয়নারায়ণপুরের পাশাপাশি বাগনান, আমতা ও শ্যামপুরেও আনাজের খেত যথেষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে রাজ্য উদ্যানপালন দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, জমিতে জল জমে থাকলে আনাজের চারাগাছের ক্ষতি হতে পারে। তবে বৃষ্টি কমে আবহাওয়ার উন্নতি হলে গাছের গোড়া ভিজিয়ে প্রতি লিটার জলে ২.৫ গ্রাম কারবেন্ডাজিম ও ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। তাতে চারাগাছের ক্ষতি কিছুটা ঠেকানো যেতে পারে। তবে ধান ও আলুর ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ বুঝতে সরেজমিনে পরিস্থিতির আরও পর্যালোচনা করার প্রয়োজন। তবেই প্রকৃত ক্ষয় ক্ষতির পরিমান বোঝা সম্ভব হবে।

সাঁকরাইলে রিভিউ বৈঠক সারলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ



নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া জেলার গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির কাজে আরও গতি আনতে শনিবার উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এদিন হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকে আয়োজিত এই বৈঠকে ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের আধিকারিকদের পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে মূলত ভিবি জি রাম জি এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-র কাজ কতদূর এগিয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হয়। এছাড়াও স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ), এনআরএলএম এবং পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অর্থ ব্যয়ের বিষয়গুলি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন মন্ত্রী। এদিনের বৈঠকে হাওড়ার জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, সদর মহকুমাশাসক, বিভিন্ন প্রকল্পের নোডাল অফিসার, বিডিও-র নেতৃত্বে ব্লক স্তরের দল এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব, এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট ও নির্মাণ সহায়কেরা যোগ দেন। হাওড়া জেলা প্রশাসন সূত্রে জানান হয়, হাওড়া জেলায় ভিবি জি রাম জি প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ষিক ৫৮ লক্ষ শ্রমদিবস তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় ৬ লক্ষ শ্রমদিবস তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও কাজের পরিধি ও শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়ে নভেম্বর মাসের শেষ নাগাদ দৈনিক ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ শ্রমদিবস তৈরির লক্ষ্য রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে আরও ২৯.৫০ লক্ষ শ্রমদিবস তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে প্রশাসনের। এর সঙ্গে ‘পিবি আবাস’ প্রকল্পের কাজ যুক্ত হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বাড়বে বলেই মনে করছে প্রশাসন। এছাড়াও গ্রামীণ পরিকাঠামো মজবুত করতে জেলায় ইতিমধ্যে ৩,০০০-এরও বেশি প্রকল্পকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বৃষ্টির পূর্বাভাসে সিদ্ধান্ত বদল, আজকে ব্লু লাইনে থাকবে স্বাভাবিক মেট্রো পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে টানা বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে আজ রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজ আপাতত স্থগিত রাখল কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এর ফলে আজকে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত সম্পূর্ণ ব্লু লাইনে স্বাভাবিক পরিষেবা থাকবে। যাত্রীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই আগের সিদ্ধান্ত বদল করল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এই বিষয়ে কলকাতা মেট্রো তার নির্দেশিকাতে জানায়, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং আগামী কয়েক দিনের বৃষ্টির পূর্বাভাসের কারণে আজকে নির্ধারিত ট্র্যাফিক ও বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রাখার পরিকল্পনা বাতিল করা হল। আগে ঠিক ছিল, রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য আজ



সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শহিদ ক্ষুদিরাম ও মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনের মধ্যে মেট্রো চলাচল বন্ধ থাকবে। কিন্তু নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সেই কাজ আপাতত হচ্ছে না। ফলে আজ ওই অংশেও পরিষেবা চালু থাকবে।

মেট্রো কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আজ সকাল ৯টা থেকে ব্লু লাইনের সম্পূর্ণ পথে আপ ও ডাউন, দু’দিকেই ট্রেন চলবে। দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাত্রীরা স্বাভাবিক নিয়মেই যাতায়াত করতে পারবেন। এদিন পরিষেবা নিয়ে অতিরিক্ত কোনও বিধিনিষেধও থাকছে না। উল্লেখ্য, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের কয়েকটি রবিবারে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্লু লাইনে আংশিক পরিষেবা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করেছিল মেট্রো। সেই সূচি অনুযায়ী, ১৫, ২২ ও ২৯ নভেম্বর এবং ৬ ডিসেম্বর শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার পর্যন্ত পরিষেবা বন্ধ রাখার কথা ছিল। পাশাপাশি ১৩ ডিসেম্বর শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে ময়দান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অংশে কাজের পরিকল্পনা করেছিল কর্তৃপক্ষ।

পেট্রোল পাম্প থেকে পেট্রোল ভরে এগোতেই বন্ধ গাড়ি, পেট্রোলের নামে জল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শনিবার পেট্রোল পাম্প থেকে ১২ লিটার পেট্রোল কিনে গাড়িতে ভরতেই ঘটল বিপত্তি। পেট্রোলের বদলে গাড়ির ট্যাঙ্কে জল ঢুকেছে বলে অভিযোগ গ্রাহকের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের সীতাপুর জোড়া পেট্রোল পাম্প এলাকায়। শনিবার সকালে জগৎবল্লভপুরের বাহানা এলাকার এক বাসিন্দা সীতাপুর জোড়া পেট্রোল পাম্প থেকে ১২ লিটার পেট্রোল কেনেন। যদিও পেট্রোল পাম্প থেকে মাত্র ৫০ মিটার এগোতেই আচমকা বন্ধ হয়ে যায় তাঁর গাড়ি। বারবার চেষ্টা করেও গাড়ি চালু করতে না পারায় তিনি সামনের একটি গ্যারেজে নিয়ে যান গাড়িটি। সেখানে গাড়ি পরীক্ষা করার পর মিস্ত্রি জানান, গাড়ির তেলের মধ্যে জল মিশে আছে। এরপর ওই গ্রাহক গাড়ি থেকে সম্পূর্ণ তেল বের করে একটি সাদা পাত্রে ঢালতেই সামনে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর দৃশ্য। তাঁর অভিযোগ, পেট্রোলের পরিবর্তে পাত্রে বেরিয়ে এসেছে জল। এরপর সেই জল মেশানো তেল নিয়ে তিনি ফের পেট্রোল পাম্পে পৌঁছন। সেখানেই সামনে আসে আরও অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি ওই পেট্রোল পাম্পে এসে তেল ভরে একই সমস্যার শিকার হয়েছেন অনেক গ্রাহক। কেউ বোতলে, আবার কেউ ড্রামে করে পাম্প থেকে নেওয়া তেল নিয়ে হাজির হন। এদিন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাম্প চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার ক্ষুব্ধ গ্রাহকদের অভিযোগ, এই ঘটনার জেরে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্যাহত হয়েছে। কেউ অফিসে যেতে পারেননি, আবার কারও জরুরি কাজ বাতিল করতে হয়েছে। ফলে আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে তাঁদের। অন্যদিকে, প্রথমে পাম্প কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, পেট্রোলে হয়তো ইথানল মেশানোর কারণে এমন সমস্যা হয়েছে। তবে এই ঘটনার সঠিক কারণ জানতে স্থানীয় প্রশাসনের তদন্ত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবি জানান ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা। এই অভিযোগ ওঠার পর যদিও আপাতত তেল দেওয়া বন্ধ আছে ওই পাম্পে।

আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসবে ‘পার্টনার স্টেট’ পশ্চিমবঙ্গ কুরুক্ষেত্রে তুলে ধরা হবে রাজ্যের শিল্প ও সংস্কৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলতি বছরের আন্তর্জাতিক গীতা মহোৎসবে ‘পার্টনার স্টেট’ বা সহযোগী রাজ্য হিসেবে অংশ নিতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। আগামী ৫ থেকে ২৫ ডিসেম্বর হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে এই বিশাল মহোৎসবের আসর বসতে চলেছে। সেখানে গোটা দেশ তথা বিশ্বের সামনে বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য, শিল্প ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। এবার এই মহোৎসবের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এবং রাজ্যের অংশগ্রহণের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে কুরুক্ষেত্রে পৌঁছেছেন পশ্চিমবঙ্গের নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সেখানে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়ব সিং সাইনির সঙ্গে একটি যৌথ সাংবাদিক বৈঠকেও অংশ নেন।



এই বৈঠকে উৎসবের সামগ্রিক আয়োজন এবং পার্টনার স্টেট হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। পাশাপাশি, কুরুক্ষেত্রে গিয়ে গীতামনীষী স্বামী জ্ঞানানন্দ জি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর আশীর্বাদও গ্রহণ করেন মন্ত্রী উমেশ রাই। যদিও আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রতি বছরই কুরুক্ষেত্রে এই মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। তবে এই বছর পার্টনার স্টেট হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত হওয়ায় অনুষ্ঠানটি বাড়তি মাত্রা পেল। এই উদ্যোগের ফলে মূলত দুটি বড় দিক উঠে আসছে, রাজ্যের সংস্কৃতির মেলবন্ধন পশ্চিমবঙ্গ ও হরিয়ানার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান আরও মজবুত হবে। রাজ্যের ঐতিহ্যের প্রসার দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষ এবং বিদেশি অতিথিদের সামনে বাংলার লোকশিল্প, সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধ ইতিহাস তুলে ধরার একটি বড় মঞ্চ তৈরি হবে।

বিনামূল্যে বাইপ্যাপ পরিষেবা চালু সুভাষরঞ্জন সেনগুপ্ত স্মৃতিরক্ষা কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত নবপল্লি কাঁঠালতলার বাসিন্দা প্রয়াত বর্ষীয়ান ও খ্যাতনামা আইনজীবী সুভাষরঞ্জন সেনগুপ্তের স্মৃতিকে মানুষের সেবার মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে তাঁর নামে গঠিত স্মৃতিরক্ষা কমিটি। অর্থের অভাবে কোনও অসুস্থ মানুষ যেন শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রয়োজনীয় পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন, সেই লক্ষ্যেই গত এক বছর ধরে বিনামূল্যে অক্সিজেন পরিষেবা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি এ বছর যুক্ত হল বিনামূল্যে বাইপাপ পরিষেবা দান। বৃহস্পতিবার যার সূচনা করলেন বিধায়ক শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। পাশাপাশি এদিন দুঃস্থ, বয়স্ক মানুষদের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া এবং এক অসুস্থ ফুল বিক্রেতার চিকিৎসায় আর্থিক সাহায্যও করা হল। নিজের মায়ের স্মৃতিতে এই সংগঠনের হাতে দুটি অক্সিজেন সিলিন্ডার তুলে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন বিধায়ক।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, গিগ কর্মীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা বোর্ড গঠন



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, গিগ কর্মী এবং প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করতে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা বোর্ড গঠন করল কেন্দ্রীয় সরকার। সামাজিক সুরক্ষা বিধি, ২০২০-এর অধীনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী তিন বছরের জন্য এই বোর্ড কার্যকর থাকবে। অসংগঠিত কর্মীদের জন্য গঠিত জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হবেন কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী। সহ-সভাপতির দায়িত্বে থাকবেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের সচিব। বোর্ডে শ্রমিক সংগঠন, নিয়োগকারী সংস্থা, শিল্পমহল, সংসদ, কেন্দ্রীয় বিভিন্ন মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বোর্ডে লোকসভার দুই সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যসভার একজন সদস্য পরে মনোনীত হবেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া সমাজকল্যাণ, রেল, বাণিজ্য, আবাসন ও নগর বিষয়ক, সড়ক পরিবহণ, আর্থিক পরিষেবা, দক্ষতা উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকরাও সদস্য হিসেবে থাকবেন। রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যেও পাঁচটি রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাত, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের শ্রম দপ্তরের প্রধান সচিব বোর্ডের সদস্য হবেন। পশ্চিমবঙ্গের শ্রম দপ্তরের প্রধান সচিবকে এই বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দেশের মধ্যে প্রথম সুন্দরবনের মাটির গভীরে পাওয়া গেল বিরল সামুদ্রিক ঝিনুকের খোলস

নিজস্ব প্রতিবেদন, সুন্দরবন: দেশের মধ্যে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণায় নতুন তথ্য শনিবার সামনে এল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোবর্ধনপুর ও ধনচি সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় সন্ধান পাওয়া গেল অতি বিরল সামুদ্রিক ঝিনুক ‘হ্যানলেয়ানাস ভেস্টালিয়য়েডিস’-এর। ভারতে এই প্রজাতির উপস্থিতির প্রমাণ এই প্রথম পাওয়া গেল বলে জানান গবেষকরা। তবে সুন্দরবনে বর্তমানে এই ঝিনুকের বসতি আছে, এমন দাবি করছেন না বিজ্ঞানীরা। তাঁদের হাতে এসেছে অতীতে এই অঞ্চলে থাকা বিরল প্রজাতির ঝিনুকের অস্তিত্বের প্রমাণ। সাধারণ ভাষাতে ‘কাগজ-ঝিনুক’ নামে পরিচিত এই প্রাণীটি আকারে বেশ ছোট হয়। এর খোলস বেশ পাতলা, চ্যাপ্টা এবং লম্বাটে হয়। সাধারণত সমুদ্রের বালি ও কাদামাটির নীচে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এর আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপিন্স এবং চিনের উপকূলীয় এলাকায় এই প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছিল। তবে এবার বঙ্গোপসাগরের সুন্দরবন অঞ্চলে এর অস্তিত্বের পুরনো চিহ্ন পাওয়ায় সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণায় নতুন দিশা খুলল বলেই মনে করছে সামুদ্রিক প্রাণী গবেষকরা। কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক অর্ঘ্য সরকার এবং জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার দুই বিজ্ঞানীর যৌথ গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। সম্প্রতি তাঁদের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় ‘এশিয়ান জার্নাল অফ কনজারভেশন বায়োলজি’ পত্রিকায়। এই ক্ষেত্রে গবেষকদের বক্তব্য,



ভারতের উপকূলবর্তী এলাকায় এই ধরনের ঝিনুকের প্রজাতি নিয়ে এখনও পর্যাপ্ত গবেষণা করা হয়নি। এতদিন মূলত অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক সামুদ্রিক প্রাণীদের নিয়েই বেশি চর্চা হয়ে এসেছে। ফলে ঝিনুকের অনেক অজানা প্রজাতি আজও সকলের নজরের বাইরে থেকে গেছে। যদিও এই আবিষ্কারের সূত্রপাত ২০২৩ সালের ৭ এপ্রিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোবর্ধনপুর ও তার কাছের ধনচি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ভাটার সময় একটি বিশেষ সমীক্ষা চালাচ্ছিলেন গবেষকরা। সেই সময় মাটির নীচ থেকে উদ্ধার হয় এই প্রজাতির ঝিনুকের খোলস। এরপর তথ্য যাচাই করে সমীক্ষা করে দেখা যায়, মাটির প্রায় ন’ফুট গভীরে আংশিক পচে যাওয়া উদ্ভিদ উপাদানে তৈরি একটি স্তরের মধ্যে এই ঝিনুক ছিল। এরপর গবেষণা করে উদ্ধার হওয়া এই নমুনাকে ‘উপজীবাশ্ম’ বা সাব-ফসিল বলেই চিহ্নিত করা হয়। এই বিষয়ে গবেষকদের ধারণা, আমফান ও বুলবুলের মতো ঘূর্ণিঝড়ের জেরে সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকায় ব্যাপক ভাঙন হয়েছিল। তার ফলে মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা পুরনো স্তরগুলি বাইরে বেরিয়ে আসে। সেখান থেকেই এই খোলস উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

যদিও উদ্ধার হওয়া এই ঝিনুকটির পরিচয় নিশ্চিত করতে খোলসের গঠন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন বিজ্ঞানীরা। এই নমুনাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩ মিলিমিটার। এর পিছনের দিকে থাকা বিশেষ খাঁজ, যা ‘হ্যানলেয়ানাস নচ’ নামে পরিচিত, এই বিশেষত্বই এই প্রজাতিটি শনাক্ত করার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এরপর উদ্ধার হওয়া নমুনার সঙ্গে জেডএসআইয়ের ন্যাশনাল জুলজিক্যাল কালেকশনে রাখা নমুনা এবং মূল প্রজাতির ছবি মিলিয়ে তার পরিচয় নিশ্চিত করেন গবেষকরা। তবে এই আবিষ্কারের গুরুত্ব শুধু একটি বিরল ঝিনুকের সন্ধান পাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। এইক্ষেত্রে গবেষকদের মতে, পুরনো সামুদ্রিক প্রাণীর খোলস থেকে সেই অঞ্চলের অতীত পরিবেশ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এবং উপকূলের ভৌগোলিক পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা পাওয়া যায়। এক অর্থে, এই ধরনের নমুনা ওই এলাকায় অতীত কালের সমুদ্রের ইতিহাস জানার জীবন্ত প্রাকৃতিক দলিল। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমুদ্রস্রোতের মাধ্যমে এই প্রজাতির লার্ভা একসময় সুন্দরবন অঞ্চলে পৌঁছেছিল কি না, তা নিয়েও গবেষকদের আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তবে এই বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আরও একাধিক গবেষণা করার প্রয়োজন আছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **SAMAR MAJI**, S/O- Lt. Jaydeb Maji of Vill-Khajurdaha, P.O-Jhamtia, Dist-Howrah, Pin-711401, Declare that I **SAMAR MAJI** and **SAMAR CHANDRA MAJI** are the same and Identical person Vide Affidavit No 98 Date-13.11.26, Before The Notary Public, Howrah Court.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত ইং 21/11/2026 তারিখে ১ম শ্রেণী, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 26895 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sahina Khatun, D/o. Md. Atyar Rahaman Gazi, W/o. Amit Dey, R/o. ‘Maa Bipadtarini Apartment’, Babuganj, Kalitala, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sahina Khatun D/o. Md. Atyar Rahaman Gazi, Sahina Khatoon D/o. Atayar Rahaman, Sahina Khatun D/o. Atiyar Gazi, Sahina Khatun Dey W/o. Amit Dey & Sahina Khatun Dey D/o. Atiyar Rahaman Gazi, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যে নামগুলি আমার সকল নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

AFFIDAVIT

I, **VISHAL KUMAR VERMA** Son of Manoj Kumar Verma of Narayanpur, Netaji Subhash Nagar, P.O.- Kankinara, P.S.- Bhatpara, District- North 24 Parganas, PIN-743126 declare that my RAJENDRA SONAR is my maternal grandfather and his name has been recorded as RAJENDRA PRASAD BARMA in his voter Card, RAJENDRA PRASAD VERMA in the Aadhaar card of his daughter and RAJENDRA SHAW SONAR in the Post office of His wife and RAJENDRA in his ESI and PF certificate. RAJENDRA SONAR AND RAJENDRA PRASAD BARMA and RAJENDRA PRASAD VERMA and RAJENDRA SHAW SONAR and RAJENDRA is the same and one identical person who refers to my maternal grandfather on the strength of Affidavit of 1st Class Judicial Magistrate at Barrackpore vide S.L.NO-157 dated 19-11-2026.

AFFIDAVIT

I, **Smt. Juli Ram** W/O Joyprakash Ram D/O Munna Kahar previously residing at Jagaddal, 19/C, Guptar Bagan, P.O. & P.S.- Jagaddal, Dist.- North 24 Parganas, W.B. and presently residing at Laxmipur Math, near Ranapratap Club, Ward No.-03, P.O.- Burdwan, P.S.- Barddhaman, W.B. do hereby declare vide affidavit serial no. 114 dated 19.11.2026 in the Court of Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore that my husband’s actual and correct name is Joyprakash Ram which is recorded in his and mine Aadhaar Card and my daughter’s actual and correct name is ANANYA RAM but in the birth certificate of my daughter ANANYA RAM, being no. 290201148616/BC/2018, being Registration no. 1195/2017, dated of registration- 20/01/2017 issued by Kalyani Municipality, her name has been recorded as ANNAYA RAM and his father’s name PRAKASH RAM inadvertently. JOYPRAKASH RAM and PRAKASH RAM i.e. my husband is the same and one identical person. ANANYA RAM and ANNAYA RAM i.e. my daughter is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী করবি কারক ও ২)কুমারী তুহিনা কারক,** ১নং এর স্বামী ও ২নং এর পিতা ৺তাপস কারক ওরফে তাপস কুমার কারক, উভয়ের সাকিম কারকপাড়া, বিঘাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ১৯/১২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-03663/2025** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী সতনু শেঠ,** পিতা শ্রী সত্য নারায়ণ শেঠ, সাকিম সেনপাড়া, বুড়োশিবতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৫, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে শ্রী সতনু শেঠ, **তপশীল**– জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা গরজি, জে.এল. নং ৬, আর.এস. ১৮৬ তথা হাল এল.আর. ১৩২ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১১৫২ নং দাগে, **০.২৬ একর বা ২৬ শতক** শালি জমি, বিগত ইং ২৮/১০/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-02493/2026** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী দীপঙ্কর ঘোষ,** পিতা শ্রী স্বপন কুমার ঘোষ, সাকিম শ্রীমানী বাগান, লিচুতলা, “প্রান্তিক”, চন্দননগর, হুগলী, মহাশয়কে বিক্রয় করেন এবং বর্তমান ক্রেতা **শ্রী দীপঙ্কর ঘোষ,** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **সিঙ্গুর-খলিসানী এট মানকুন্ডু** ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন, যাহার মিউটেশন কেস নং **MN/2026/0619/5143,** ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী,8145852335

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী করবি কারক ও ২)কুমারী তুহিনা কারক,** ১নং এর স্বামী ও ২নং এর পিতা ৺তাপস কারক ওরফে তাপস কুমার কারক, উভয়ের সাকিম কারকপাড়া, বিঘাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ১৯/১২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-03663/2025** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী সতনু শেঠ,** পিতা শ্রী সত্য নারায়ণ শেঠ, সাকিম সেনপাড়া, বুড়োশিবতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২২ নভেম্বর ২০২৬, ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, রবিবার

বিরোধী দলনেতার পদ নিয়ে শোভনদেব-ঋতব্রত মামলায় শুনানি শেষ, রায়দান স্থগিত



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার পদে কে বসবেন, তাই নিয়ে বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের বিরোধ এবার আদালতের রায়ের মাধ্যমেই নিষ্পত্তি হবে। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় না কি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, শেষ পর্যন্ত কে বিরোধী দলনেতা থাকবেন, তা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে শুনানি শনিবার শেষ হল। এদিন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও মামলার শুনানি শেষ হলেও, বিচারপতি রায়দান স্থগিত রেখেছেন। ফলে আপাতত এই পদে কে থাকবেন, তা নিয়ে বিবাদমান দু'পক্ষ আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকল।

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ৮০টি আসনে জিতে তৃণমূল রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পায়। দলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম চূড়ান্ত করেন। সেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে গত ৯ মে বিধানসভার স্পিকারকে চিঠিও পাঠানো হয়। যদিও অভিযোগ, সেই চিঠির ভিত্তিতে কোনও পদক্ষেপ করেননি স্পিকার। এর মধ্যেই সেই চিঠিতে বিধায়কদের স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগ সামনে আসে। পরে এই পরিস্থিতি আরও জটিল হয় ১ জুন। দলবিরোধী কাজের অভিযোগে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহাকে দল থেকে বহিষ্কার করে তৃণমূল। এই ঘটনার দু'দিন পর, ৩ জুন, দলের বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের একাংশ ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা করার দাবি জানিয়ে স্পিকারের কাছে নতুন করে চিঠি জমা দেন। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা ঘোষণা করেন বিধানসভার স্পিকার। এরপর স্পিকারের এই সিদ্ধান্তকে অবৈধ বলে পাল্টা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শোভনদেব। গত ১৬ নভেম্বর সেই মামলার শুনানিতে স্পিকারের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। তাঁর মূল প্রশ্ন ছিল, বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নিজস্ব সংবিধান এবং দলীয় সিদ্ধান্তকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কি না। যদিও দলের পক্ষ থেকে পাঠানো চিঠির পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা নির্বাচন সংক্রান্ত বৈঠকের প্রস্তাব বা রেজোলিউশন চাওয়া প্রয়োজন ছিল কি না, তা নিয়েও আদালত জানতে চায়।

এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি প্রশ্ন করে বলেন, ৭৮ জন বিধায়কের দাবি উপেক্ষা করে ৫৪ বা ৫৬ জনের বক্তব্যকে কেন বেশি গুরুত্ব দেওয়া হল? বিরোধী পক্ষের বক্তব্য না শুনেই কি এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়? পাশাপাশি কোনও রাজনৈতিক দলের নিজস্ব সংবিধান এবং সিদ্ধান্ত কি স্পিকার এড়িয়ে যেতে পারেন? যদিও স্পিকারের হয়ে রাজ্যের আইনজীবীরা আদালতে জানান, ১৫ মে স্পিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার আগে স্পিকার নিযুক্ত না হওয়ায় এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁদের বক্তব্য, স্পিকারকে এড়িয়ে বিরোধী দলনেতা নির্বাচন করার সুযোগ নেই। ১৯ থেকে ২৪ মে স্পিকার কলকাতার বাইরে ছিলেন। ১৯ মে তৃণমূলের তরফে ৬ মে স্বাক্ষরিত একটি রেজোলিউশন পাঠানো হয়েছিল। পরে বিরোধী পক্ষের অভিযোগ পাওয়ার পর সেই বিষয়ে এফআইআর দায়ের করা হয়।

তবে রাজ্যের এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হননি বিচারপতি। আগের শুনানিতে স্পিকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি মন্তব্য করেন, এখন কি আপনারা ঘাটতি পূরণের উপায় খুঁজছেন? যদিও শনিবার দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর মামলার শুনানি শেষ করেছে আদালত। এখন বিচারপতির রায়ের দিকেই তাকিয়ে আছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল। আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করছে রাজ্যে বিরোধী দলনেতার পদে কে বসবেন। ঋতব্রত না কি শোভনদেব, সেই সংশয় কাটবে এই মামলায় আদালতের রায় দানের পরই।

অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখ্য সচেতক আখেরুজ্জামানের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে পদ ধরে রাখার অভিযোগ জানাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত খালি হাতেই ফিরতে হল তৃণমূলের প্রবীণ নেতা তথা বালিগঞ্জের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে। শনিবার দুপুরে হেয়ার স্ট্রিট থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দিতে গেলেও পুলিশ তাঁকে জানিয়ে দেয়, এই বিষয়টি থানার এক্তিয়ারভুক্ত নয়। অভিযোগ জানাতে হলে তাঁকে বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসুর দ্বারস্থ হতে হবে। ফলে আপাতত থানার পথ ছেড়ে অধ্যক্ষের দপ্তরেই পরবর্তী পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে শাসকদল। তবে পুলিশের বক্তব্য, এই ধরনের বিধানসভা-সংক্রান্ত বিষয়ে থানায় অভিযোগ জানানোর পরিবর্তে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছেই আবেদন জানানো প্রয়োজন।

ডায়মন্ড হারবারের আইসি বদলি ঘিরে নয়া বিতর্ক

পুলিশকর্তাদের সতর্কবার্তা দিয়ে প্রশ্ন অভিষেকের



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে পুলিশ প্রশাসনে সম্প্রতি রদবদলকে কেন্দ্র নতুন করে রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্ক শুরু হল। ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি প্রসেনজিৎ করকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রকাশ্যেই প্রশ্ন তুললেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার রাতে রাজ্য পুলিশের বদলির নির্দেশিকা সামনে এনে সমাজমাধ্যমে একের পর এক প্রশ্ন ছুড়ে দেন তিনি। একই সঙ্গে পুলিশ আধিকারিকদের আইন ও সার্ভিস রুল মেনে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে সতর্কও করেন অভিষেক। শুক্রবার রাজ্য পুলিশের প্রকাশিত নির্দেশিকায় মোট আট জন পুলিশ ইনস্পেক্টরের বদলির কথা জানানো হয়। সেই তালিকায় আছেন ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি প্রসেনজিৎ কর। তাঁকে ওই থানা থেকে সরিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে পাঠানো হয়। তাঁর জায়গায় ডায়মন্ড হারবার থানার নতুন আইসি হচ্ছেন সঞ্জয় দে। এত দিন তিনি হাওড়া জিআরপিতে কর্মরত ছিলেন এবং রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখায় ডেপুটেশনে ছিলেন। নবান্নের এই বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েই শুক্রবার রাতে ফেসবুকে ফের সরব হন অভিষেক। তাঁর প্রশ্ন, হঠাৎ ডায়মন্ড হারবার থানার আইসিকে বদলি করা হল কেন?ক্ষ্ম শুধু বদলির কারণ জানতে চাওয়াই নয়, এর পিছনে অন্য কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কি না, তাই সন্দেহও প্রকাশ করেন তিনি। এদিন অভিষেকের বক্তব্য ছিল, মিথ্যা প্রমাণ সাজিয়ে একজন নির্দোষ মানুষকে ফাঁসানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বলেই কি শাস্তি হিসেবে এই তড়িঘড়ি বদলি? নাকি কোনও ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই এই সিদ্ধান্ত? যদিও তাঁর এই অভিযোগের সপক্ষে কোনও প্রমাণ বা বিস্তারিত তথ্য পোস্টে তুলে ধরতে পারেননি তৃণমূল সাংসদ। যদিও এদিনের পোস্টে রাজ্যের সব পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকদের উদ্দেশে আরও কড়া বার্তা দেন তিনি। তাঁদের রাজনৈতিক নির্দেশ মেনে কোনও বেআইনি কাজে জড়িয়ে না পড়ার পরামর্শ দিয়ে অভিষেক লেখেন, পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যেক আধিকারিকের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আইন ও সার্ভিস রুলস মেনে নিজের দায়িত্ব পালন করুন। কোনও রাজনৈতিক প্রভুদের নির্দেশ মেনে এমন কোনও কাজ করবেন না, যার জন্য আগামী দিনে নিজের চাকরি, সম্মান ও ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়। তবে পর্দার আড়ালে কোনও ঘটনা ঘটলেও তা চিরকাল গোপন থাকবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তৃণমূল সাংসদ। তিনি লেখেন, অনেক কিছুই হয়তো আড়ালে ঘটে, কিন্তু সবকিছু আড়ালে থাকে না। অদৃশ্য নজর সর্বত্র রয়েছে। এছাড়াও রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে অভিষেকের আরও মন্তব্য করে লেখেন, ক্ষমতার সমীকরণ বদলায়, রাজনৈতিক প্রভুরাও বদলে যান। কিন্তু নিজের কাজের দায় একদিন নিজেকেই নিতে হয়। এই পোস্টের শেষে তাঁর আরও সংযোজন, সময় থাকতে সতর্ক হোন। এটাই অনুরোধ, আবার সতর্কবার্তাও। উল্লেখ্য, শুক্রবার গিরিশ পার্ক থানায় হাজিরা দিতে যাওয়ার আগে থেকেই অভিষেকের বক্তব্য ও সমাজমাধ্যমের পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়। রাতে ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি বদলির নির্দেশ সামনে আসতেই সেই বিতর্ক আরও বৃদ্ধি পেল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। নবান্নের নির্দেশিকায় ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার আরও কয়েকটি থানাতেও রদবদল করা হয়। সিআইডির ইনস্পেক্টর গৌতম সাহাকে নোদাখালি থানার আইসি করা হয়েছে। নোদাখালির আইসি হিমাংশু বিশ্বাসকে বসিরহাট ট্র্যাফিক ইউনিটে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, বজবজ থানার আইসি নিরুপম মণ্ডলকে বীরভূমের ডিআইবিতে বদলি করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব পাচ্ছেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার। তবে আট জনের বদলির তালিকায় সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি-র রদবদল এবং তাকে কেন্দ্র করেই অভিষেকের প্রকাশ্য প্রশ্ন তোলেন রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের দিকেই।

রাস্তায় ট্র্যাফিক সামলাবেন বৃহন্নলারা, পুরসভার কর আদায়েও মিলবে কাজ

সোশ্যাল মিডিয়ায় 'বৃহন্নলা ব্রিগেড' গড়ার ডাক মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সমাজের মূল স্রোতে রাজ্যের বৃহন্নলা সম্প্রদায়ের মানুষদের ফিরিয়ে আনতে এবং তাঁদের হাতে সম্মানজনক কাজ তুলে দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। শনিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে 'বৃহন্নলা ব্রিগেড' গঠন করার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন তিনি। এই বিষয়ে সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর ডাক দিয়ে এদিন নিজের পোস্টে মহাভারতের উদাহরণ টানেন মন্ত্রী। তিনি মনে করিয়ে দেন, অজ্ঞাতবাসের সময় মহাবীর অর্জুনকেও 'বৃহন্নলা' পরিচয়ে রাজঅন্তঃপুরে দিন কাটাতে হয়েছিল। পাশাপাশি শিখণ্ডীর প্রসঙ্গ তুলে ধরে মন্ত্রী লেখেন, ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এই সম্প্রদায়ের উল্লেখ থাকলেও আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তাঁদের নিজেদের জায়গা তৈরি করতে পদে পদে লড়াই করতে হয়। তাই রাজ্যের বৃহন্নলাদের কর্মসংস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে অগ্নিমিত্রা পাল শনিবার লেখেন, কেন একজন মানুষ শুধু তাঁর পরিচয়ের কারণে কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন? কেন তাঁকে সমাজের মূল স্রোতের বাইরে থাকতে হবে? তাঁর মতে, করুণা নয়, বরং আত্মসম্মানের সঙ্গে রোজগারের সুযোগ করে দেওয়াই এই মানুষগুলির পাশে দাঁড়ানোর সবচেয়ে ভালো উপায়। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, মূলত দুটি ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের মানুষদের কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ট্র্যাফিক সচেতনতা

রাজ্যের বৃহন্নলা সম্প্রদায়ের মধ্যে আগ্রহী সদস্য আছেন, তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে রাস্তায় নামানো হবে। সাধারণ মানুষকে হেলমেট পরা, সিটবেল্ট বাঁধা এবং ট্রাফিক আইন মেনে চলার বিষয়ে তাঁরা সচেতন করবেন।

পুরসভার কর আদায়

আগামী দিনে পুরসভার কর আদায়ের কাজেও তাঁদের যুক্ত করার কথা ভাবছে সরকার। তাঁদের নির্দিষ্ট সাম্মানিক ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে তাঁদের কাজের মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে। আগামী দিনে বৃহন্নলাদের পরিচয় যেন কেবল অবহেলার না হয়, বরং তাঁদের কাজ ও যোগ্যতাই যেন তাঁদের আসল পরিচয় হয়ে ওঠে, এদিন এমনটাই আশা প্রকাশ করেন মন্ত্রী। মানুষকে তাঁর বাহ্যিক পরিচয় দিয়ে বিচার না করার অনুরোধ জানিয়ে পোস্টের শেষে তিনি লেখেন, আসুন, আমরা পরিচয় দিয়ে নয়, মানুষ দিয়ে মানুষকে চিনতে শিখি। কারণ শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই মানুষ। আর সম্মানের অধিকার আমাদের সকলের।

হিন্দু রীতি মেনে চারহাত এক হল সঞ্জয়-তনুজার



নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্যারাকপুর জেলা এবং ব্যারাকপুর প্রখণ্ডের উদ্যোগে হিন্দু রীতি মেনে চার হাত এক হল সঞ্জয় সাউ ও তনুজা খাতুনের। পাত্র সঞ্জয় এবং পাত্রী তনুজা দু'জনেই ব্যারাকপুরের বাসিন্দা। শনিবার হালিশহর সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির প্রাঙ্গনে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, যজ্ঞ, শুভদৃষ্টি, মালাবদল, সাতপাক ঘোরা এবং সিঁদুরদানের মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্মীয় আচার মেনেই শুভ পরিণয় সম্পন্ন হল সঞ্জয়-তনুজার। বিবাহ অনুষ্ঠানে হাজির বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্যারাকপুর জেলার সহ-সম্পাদক পবিত্র দে জানান, বিগত পরিবারে অত্যাচারের শিকার হয়ে তরুণী তনুজা খাতুন তাঁদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। সনাতন ধর্ম গ্রহণ করিয়ে মেয়েটির জন্য ভালো পাত্র খুঁজে এদিন বিবাহের বন্দোবস্ত করা হয়। পাত্র একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মচারী। পবিত্র আরও জানান, সাধু-সন্ত এবং মহারাজদের উপস্থিতিতে হিন্দু শাস্ত্র মেনেই ওদের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়েছে। নবদম্পতির পাশে সর্বদা থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তারা। উক্ত বিবাহ অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন শক্তি মহারাজ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি ও সহ-সভাপতি যথাক্রমে লালন মোহন পাণ্ডে ও অশোক চৌধুরী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের ধর্মাচার্য প্রমুখ সুব্রত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।



কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গেটের সামনে বইয়ের স্টল লাগিয়ে প্রতিবাদ জানাল এসএফআই। ছবি: অদিতি সাহা

'আকভানে'র প্রভাবে টানা বৃষ্টিতে ব্যারাকপুর গ্রামীণ অঞ্চলে ধান-সহ শীতকালীন ফসলের ক্ষতি



নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আকভানের প্রভাবে টানা বৃষ্টি এবং দমকা হওয়ায় ধান-সহ শীতকালীন ফসলের ক্ষতি হয়েছে ব্যারাকপুর মহকুমার গ্রামীণ অঞ্চলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে চাষের জমি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। পাকা ধান গাছ যেমন জমিতে শুয়ে পড়েছে। তেমনি কেটে রাখা ধান ভিজে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শীতের প্রাক্কালে মাঠ ভর্তি ফুলকপি, বাঁধাকপি, লঙ্কায় পচন ধরার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। টানা বৃষ্টির জেরে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বর্তিবিল-সহ মামুদপুর ও পানপুর কেউটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাষবাসের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। চাষের জমিতে জল জমায় চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন চাষিরা। বেল্লে গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক জগদীশ পাত্র বলেন, পাকা ধান গাছ জমিতে নুয়ে পড়েছে। সবজি খেতে জল দাঁড়িয়ে গেছে। সরষের খেত এবং কপির খেতে জল জমায় সবই নষ্ট হয়ে যাবে। বাজারে সবজির জোগান কমলে ফসলের দাম আকাশ ছোঁয়া হবে। খেতের ফসল নষ্ট হওয়ায় তিনি সরকারি সহযোগিতার দাবি করেছেন। আরেক কৃষক ভাই সুমন ঘোষ বলেন, তাঁর বিঘের পর বিঘে ধানের জমি এখন জলের তলায়। পেঁয়াজ ও টমেটো চারার খেতেও জল জমে গেছে। এমত, অবস্থায় সরকার সাহায্য না করলে চাষিরা চরম বিপাকে পড়বেন। যদিও জেলাশাসকের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছে নবান্ন। এমনকী, নবান্নের তরফে '১৪৪৪৭' হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। এই নম্বরে ফোন করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির যাবতীয় বিবরণ জানাতে পারবেন।

সমাবর্তনে গাউন নয়, ভারতীয় পোশাকেই ডিগ্রি প্রদান, ঔপনিবেশিক রীতির বদলের পক্ষে জগন্নাথ



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনের মঞ্চে পাশ্চাত্য দেশের গাউন ও হুডের বদলে এবার থেকে ভারতীয় পোশাক চালু করার পক্ষে সওয়াল করলেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মতে, স্বাধীনতার এত বছর পরেও শিক্ষাক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আমলের পোশাকের রীতি ধরে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই। তাই ডিগ্রি প্রদানের অনুষ্ঠানে উত্তরীয় ও অঙ্গবস্ত্রের মতো দেশীয় পোশাকই সম্মানের প্রতীক হতে পারে। জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সমাবর্তনে উপস্থিত হয়ে এই বার্তা দেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে পরার জন্য গাউন দেওয়া হলেও তা গ্রহণ করেননি মন্ত্রী। তাঁর পরনে ছিল দেশীয় উত্তরীয়। এই প্রসঙ্গে নিজের বক্তব্যকে সমর্থন করে মন্ত্রী বলেন, ২০৪৭-এ স্বাধীনতার শতবর্ষে ভারতকে বিকশিত ও উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার সংকল্প নিয়ে দেশ এগিয়ে চলেছে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাধীর ইউরোপীয় মডেল বা শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশ মানসিকতা বহন না করাই শ্রেয়। তাঁর দাবি, ২০১৪-১৫ সালেই কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ঔপনিবেশিক পোশাকের রীতি থেকে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিল। এখন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সমাবর্তনে গাউন বা হুড ব্যবহারের চল নেই। দেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজও এখন দেশীয় পোশাক গ্রহণ করছে। এদিন মন্ত্রী ফের মনে করিয়ে দেন, ভারতীয় এবং বাংলার ঐতিহ্যে উপাধি প্রদানের সময় উত্তরীয় ও অঙ্গবস্ত্র দিয়ে সম্মান জানানোর রীতি ছিল। জলপাইগুড়ির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ভারতীয় পোশাকে ডিগ্রি নেওয়ায় তাঁদের প্রশংসা করেন তিনি। রাজ্যের অন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতেও ধাপে ধাপে এই রীতি চালুর পক্ষে মত দেন মন্ত্রী। যদিও মন্ত্রীর এই ভাবনার সঙ্গে সহমত পোষণ করছেন ইতিহাসবিদ তথা যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সুরঞ্জন দাস। তাঁর কথায়, এটা নিয়ে ভাবার অবশ্যই সময় এসেছে। তিনি জানান, ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব কাটাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু আগেই বিশ্বভারতীতে উত্তরীয় পরে সমাবর্তনের রীতি চালু করেছিলেন। সেই ঐতিহ্য এখনও বজায় আছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের মঞ্চ থেকেই রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও একাধিক ঘোষণা করেন মন্ত্রী। তিনি জানান, উপাচার্যের অভাবে রাজ্যের ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়নি। আগামী দু'মাসের মধ্যে ওই অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি, এক মাসের মধ্যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করা হবে বলেও জানান তিনি। এছাড়াও আগামী দিনের কর্মসংস্থান নিয়ে জগন্নাথের বক্তব্য, আগামী দু-তিন দশকে সাধারণ ডিগ্রির বদলে কারিগরি শিক্ষাই বড় হয়ে উঠবে। কর্মজীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী কী দক্ষতা অর্জন করেছেন, সেটাই দেখা হবে। সেই কথা মাথায় রেখে দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের উপযোগী নতুন পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ চলছে বলে জানান তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তাপস চট্টোপাধ্যায় এবং কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায়-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অধ্যক্ষ জানান, ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে উত্তীর্ণ প্রায় ৪০০ জন পড়ুয়ার হাতে এদিন ডিগ্রি তুলে দেওয়া হয়। কৃতী পড়ুয়াদের আলাদা করে সংবর্ধনাও দেওয়া হয় সমাবর্তন মঞ্চ থেকে।

দু'দিনের বৃষ্টিতেই শহরের রাস্তায় গর্ত, দ্রুত মেরামতির আশ্বাস পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত বৃহস্পতিবার থেকে একটানা দু'দিনের বৃষ্টিতেই কলকাতার একাধিক রাস্তার বেহাল দশা সামনে আসে। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় কোথাও পিচ উঠে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত, কোথাও আবার রাস্তার উপরিভাগ ভেঙে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়। এর জেরে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকার পাশাপাশি যান চলাচলেও সমস্যা হচ্ছে। শহর জুড়েই যানবাহনের গতি যথেষ্টই শ্লথ হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিকে সামাল দিতে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলি দ্রুত চিহ্নিত করে বেহাল রাস্তা মেরামতির প্রস্তুতি শুরু করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। শুক্রবার এই প্রসঙ্গে পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে জানান, শহরের কোন কোন রাস্তা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ও পুরসভা এই সব রাস্তার একটি তালিকাও তৈরি করছে। তিনি বলেন, কোন কোন রাস্তা খারাপ হয়েছে, তা চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছি। বৃষ্টি থামলে আমরা মেরামতির কাজ শুরু করব। যদিও পুরসভার এই উদ্যোগের মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে রাস্তার স্থায়িত্ব নিয়ে। কারণ, পুজোর আগে শহরের একাধিক রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল। তখন তড়িঘড়ি বিভিন্ন জায়গায় মেরামতির কাজ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। তবে কয়েক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই ফের বৃষ্টির জেরে রাস্তার পিচ উঠে গর্ত তৈরি হল।

এইক্ষেত্রে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের একাধিক অংশ থেকে শুরু করে দক্ষিণ কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, রাজা এসসি মল্লিক রোড এবং এনএসসি বোস রোডে রাস্তার অবস্থা নিয়ে অভিযোগ উঠছে। এছাড়াও এসপ্ল্যানেড বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, বিডন স্ট্রিট ও নিমতলা স্ট্রিটেও রাস্তা ভেঙে যাওয়ার অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। একই ছবি দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার বিভিন্ন এলাকাতেও। বেহালার মহাত্মা গান্ধি রোড, জেমস লং সরণি এবং ডায়মন্ড হারবার রোডের একাধিক জায়গায় রাস্তার অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়।

এই বিষয়ে উত্তর কলকাতার শোভাবাজারের বাসিন্দা বৃন্দাবন সেন অভিযোগ করে বলেন, পুজোর আগে রাস্তা সারানো হলেও এক মাসের মধ্যেই আবার পিচ উঠে গিয়েছে। তাঁর প্রশ্ন, এত অল্প সময়ের মধ্যে রাস্তার এমন অবস্থা হল কী করে?

গড়িয়াহাটের বাসিন্দা মিনতি দাস এবং ঠাকুরপুকুর এলাকার বাসিন্দা সনাতন রায়েরও একই অভিযোগ। তাঁদের বক্তব্য, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, মহাত্মা গান্ধি রোড, জেমস লং সরণি ও ডায়মন্ড হারবার রোডের একাধিক অংশে দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন। অন্যদিকে, পুরসভার সড়ক বিভাগের এক আধিকারিক জানান, একটানা বৃষ্টিতে রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে গর্ত তৈরি হলে তা সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। আপাতত বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় পুরসভা কর্তৃপক্ষ। শহরের আবহাওয়া অনুকূল হলেই ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলির মেরামতির কাজ দ্রুত গতিতে শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

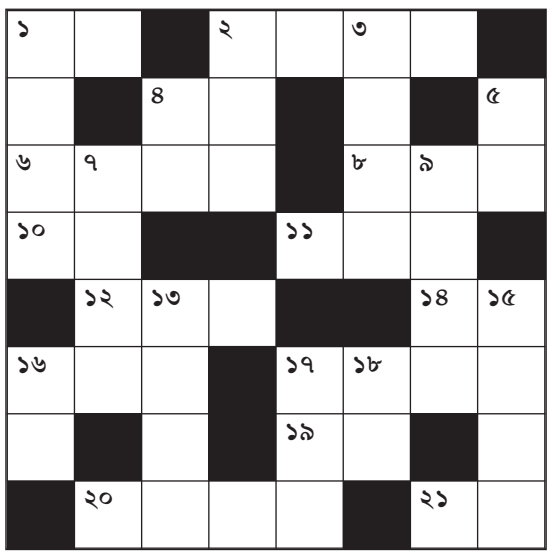
সম্পাদকীয়

সঙ্গীর ওপর রাগ করে তাঁর দুই পোষ্যকে খুন! এ কেমন প্রতিশোধ?

আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত কত কিছুই না ঘটে চলেছে। কতই বা খবর রাখি আমরা? তার মধ্যে এমন কিছু ঘটনা আছে, যা নাড়া দিয়ে যায় গোটা সমাজকে। সেই তালিকাতেই পড়ছে কয়েকদিন আগে যাদবপুরের বিক্রমগড়ে ঘটে যাওয়া এক হাড়হিম করা ঘটনা। যা নিয়ে আপাতত তোলপাড় সংবাদমাধ্যম থেকে সোশ্যাল মিডিয়া। কিন্তু কী এমন ঘটল, যা নিয়ে এত আলোচনা, এত চর্চা? সোজা কথায় এটা একটা প্রতিশোধের ঘটনা। সেটা কী রকম? বিক্রমগড়ের এক বাড়িতে থাকতেন সঞ্জীব ভট্টাচার্য ও তাঁর লিভ-ইন-পার্টনার। সম্প্রতি লিভ-ইন পার্টনার সঞ্জীবকে ছেড়ে চলে যান। ফ্ল্যাটে রেখে যান তাঁর পোষ্য দুটি কুকুরকে। অভিযোগ, সঙ্গীর ওপর রাগে প্রতিশোধ নিতে পোষ্য কুকুর দুটিকে নির্মম ভাবে খুন করে সঞ্জীব। প্রতিশোধ নিতে এক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করে সঞ্জীব। সে ভিডিয়ো কল করে তাঁর লিভ-ইন পার্টনারকে। সেই ভিডিয়ো কলে দেখা যায়, একটি কুকুরকে সঞ্জীব গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে ঝুলিয়ে রেখেছে। পরে আরও একটি কুকুরকে ইট দিয়ে থেঁতলে মারে সে। বীভৎস বললেও কম বলা হয়। তার সঙ্গী সেই ভিডিয়ো ওই পাড়ার এক যুবককে পাঠায়। তারপরই পাড়ার লোকজন ফ্ল্যাটে ঢুকে সন্‌জীবের এই কীর্তি চাক্ষুষ করে হতবাক। এখানেই শেষ নয়, তারা দেখেন ওভেনে জল গরম করছিল সঞ্জীব, মৃত পোষ্যদের গায়ে ঢালার জন্য। ঘটনার পর সঞ্জীবকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা ও পশুপ্রেমীরা অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছে। এতো গেল আইনের কথা। অভিযুক্তের কী শাস্তি হবে সে তো অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু অবলা, নিষ্পাপ এই প্রাণীগুলোর ওপর এহেন অত্যাচারের কী ব্যাখ্যা থাকতে পার? এটাও কি এক ধরনের বিকৃতি, নাকি অন্য কিছু, সেটা বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারবেন। কিন্তু সুস্থ সমাজে এই ধরনের উদাহরণ মোটেই শুভলক্ষণ নয়। বাড়িতে পোষার নামে এই সব অবলা জীবকে অনেক যন্ত্রণা দেওয়া হয়। পশুপ্রেমীরা এরকম অনেক ঘটনার সাক্ষী। অবিলম্বে পোষ্য রাখা নিয়ে আনা হোক কড়া আইন, বন্ধ হোক প্রাণীদের নিয়ে এই ছেলেখেলা।

শব্দছক ৩১৮

রবি দাস



পাশাপাশি: ১. ফুরসৎহীন মানুষ ২. আড়ম্বরপূর্ণ ৪. কার্তিকী পূর্ণিমায় গোপিনীসহ শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য উৎসব ৬. হা-হা রবে শোকে ক্রন্দন ৮. মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম ১০. লক্ষ্মীদেবী ১১. পাত্তাহীন পলাতক ১২. অপপ্রচার ১৪. তাম্র ১৬. ঘাসের ওপর লাফিয়ে চলা পতঙ্গ ১৭. কোন দেশেতে — ১৯. মৃতদেহ ২০. ফালাকরা বেণু ২১. ছোট গৃহ

ওপর-নিচ: ১. চরিত্র প্রকাশ ২. পাণ্ডুর ৩. আঁতেল ৪. প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ৫. নীর ৭. চার হাত-পায়ে বাচ্ছার চলাফেরা ৯. বড় সাপের খঞ্জনী ১৩. মরচে পড়া ১৫. দাদামশাই ১৬. ফাঁক ১৭. খোঁজ খবর ১৮. রাশিয়ার নাগরিক

সমাধান ৩১৭ — পাশাপাশি: ১. তাজ্জব ৩. জোচ্চর ৫. ধিক্কার ৬. সাজ ৮. নধর ১০. খল ১২. ভবতারিণী ১৪. শোকসাগর ১৬. দাবা ১৭. পাতাল ১৯. নদী ২১. নেপাল ২২. নগর ১৩. নর্দমা

ওপর-নিচ: ১. তাড়ান ২. বধির ৩. জোরখবর ৪. রসা ৭. জননী ৯. ধমক ১১. লতা ১২. ভগবানের ১৩. রিক্ততা ১৪. শোভন ১৫. সাদা ১৭. পালন ১৮. লহমা ২০. দীন

আজকের দিন



■ **১৯৮৬** — মাইক টাইসন ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন হন।

■ **২০০৪** — ইউক্রেনে কমলা বিপ্লব শুরু হয়, সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভের একটি সিরিজ।

■ **২০০৫** — অ্যাঞ্জেলা মার্কেল জার্মানির প্রথম মহিলা চ্যান্সেলর হন।

জন্মদিন



১৯৩৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মুলায়ম সিং যাদবের জন্মদিন।*

১৯৪৮ *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও নির্দেশক সরোজ খানের জন্মদিন।*

১৯৮৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কার্তিক আরিয়ানের জন্মদিন।*

মুলায়ম সিং যাদব

পদ্মাপারের এ অশান্তি কি বাংলাদেশের আশু রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত!

শান্তনু রায়



বাংলাদেশ এখন অগ্নিগর্ভ । প্রথমে এ বছরের জুলাইয়ে রয়টার্সকে এবং তারপর আগস্টে দিল্লিতে সাউথ এশিয়ান ফরেন করেস্পন্ডেন্টস ক্লাব আয়োজিত এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানেও বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষনা করেছিলেন এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই তিনি দেশে ফিরতে চান।প্রসঙ্গটি এরপরেও একাধিকবার উল্লেখিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদনও করেছিলেন ,কিন্তু অতি সম্প্রতি সে আবেদন খারিজ করে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।এর পরেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা ।

বস্তুত শেখ হাসিনার দেশে প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা নিঃসন্দেহে উজ্জীবিত করেছে তাঁর দলীয় সমর্থকদের সঙ্গে দেশবাসীদের একাংশকেও। এমাসের ৯ তারিখ সোমবার রাতে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাতে ও ১০ তারিখে হরতাল বা 'লকডাউন' সফল করার আহ্বান জানিয়ে রাজবাড়ীতে একটি মশাল মিছিল বের করার ভিডিওয় দেখা গেছে মশাল হাতে মিছিলকারীদের শ্লোগান দিতে - জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু! শেখ হাসিনা আসবে বাংলাদেশ হাসবে। ১০ তারিখের হরতাল সফল হোক সফল হোক ' ইত্যাদি। আওয়ামী লীগের কৃষক সংগঠন কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নুরে আলম সিদ্দিকী হক তাঁর ফেসবুকে 'দেশ বাঁচাতে প্রয়োজন শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন' শীর্ষক পোস্ট দিয়েছিলেন। হাসিনার দেশে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ অবরোধ হামলা বোমা বিস্ফোরন , বাসে ট্রেনে অগ্নি সংযোগের মত সহিংস কার্যকলাপ অব্যাহত সেদেশে। এবং অবশ্যম্ভাবী পুলিশি ধরপাকড়ও চলছে। অশান্তি এখন আর রাজধানী ঢাকায় সীমাবদ্ধ নেই-ছড়িয়ে পড়েছে চট্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ মানিকগঞ্জ এবং দেশের অন্যত্রও। অর্থনৈতিক সংকট ও নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সেদেশে পোশাক শ্রমিকদের ন্যুনতম মাসিক মজুরি ৩২,০০০টাকা ধার্যকরন ও ছাঁটাই বন্ধ করার দাবিতে বিক্ষোভ দিয়ে শুরু হওয়া আন্দোলন এখন রাজনৈতিক মোড় নিয়েছে।

হাসিনা ডিসেম্বরে দেশে ফিরবেন বলে ঘোষণা করে দেওয়ায় নিঃসন্দেহে তারেক রহমানের কপালে ভাঁজ পড়ার কথা কারণ তাঁর সরকারের পক্ষে হাসিনার এ প্রত্যাবর্তন এক সত্যই মাথাব্যাথার কারণ।হাসিনা দেশে ফিরতে দৃশ্যত মরীয়া হলেও বি এন পি সহ সেদেশের প্রধান তিনটি রাজনৈতিকদল নিজেদের মধ্যে যাই বিরোধ থাক না কেন, স্বাভাবিকভাবেই দেশের রাজনীতিতে হাসিনার প্রত্যাবর্তনের ঘোর বিরোধী । তবে প্রশ্ন হল হাসিনা কি সত্যই ফিরতে পারবেন বা ফিরতে চান এবং ফিরলে কিভাবে ফিরবেন?নাকি তাঁর এই ঘোষণা দেশে দলীয় অনুগামী ও সমর্থকদের চাঙ্গা করার কৌশলী প্রয়াস মাত্র।

প্রসঙ্গত একথাও খেয়াল রাখতে হবে ২০২৫এর নভেম্বরে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল একতরফাভাবে হলেও শেখ হাসিনাকে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় দোষী সাব্যাস্ত করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে।কিন্তু তিনি ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকায় সে রায় কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। এখন দেশে ফিরলে তাঁকে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আদালতের ওই রায় কার্যকরী করার দাবি উঠবে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সেই রায় বাতিল করার দাবিতেই আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ১০ই নভেম্বর দেশব্যপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল ,যে ডাকে প্রভুত সাড়া মিলেছে বলে সংবাদে প্রকাশ।তবে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় দেশে ফিরলে হাসিনার জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হয়ে ভারত সরকার কখনই তাঁকে আশ্রয়ের বাইরে হতে দেবে না।

প্রসঙ্গত দু'বছর আগের জুলাইএ শুরু হওয়া কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে সামনে রেখে হাসিনা-বিদায় ষড়যন্ত্র রূপায়ন আগষ্টে সম্পূর্ণ হলে এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীন হয় মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে এক চরম মৌলবাদী ধর্মান্ধ গোষ্ঠী যারা গণতন্ত্রের ধার তো ধারতইনা যে কোন প্রতিবাদী স্বরকেই হিংস্রভাবে দমন করতে সমস্ত কুটকৌশল ও অপযুক্তির আশ্রয় নিতে ছিল সচেষ্ট -ট্রাইব্যুনাল সব বিচারালয় এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সব সেই আগস্ট থেকে অভ্যুত্থানে বেআইনীভাবে ক্ষমতাসীন হওয়া অপশক্তির আজ্ঞাবহে পরিনত হয়েছিল ।এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেশদ্রোহে'র অপরাধে ধৃত চিন্ময়স্বামীর বিনা বিচারে দীর্ঘ কারাবাস।

সেদেশের একাংশের তখন মনে হয়েছিল নির্বাচন হলে হয়ত অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে।কিন্তু ইউনুসের অনেক টালবাহানার পর অবশেষে ফেব্রুয়ারিতে যে নির্বাচন হল তাতে গড়ে ৬০ বেশি ভোট পড়লেও দেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও দেশজোড়া সংগঠন থাকা বড়দল যাদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ সফল হয়েছিল সেই আওয়ামী লীগকে জোর করে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ায় তা অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হতে পারেনি । এক বিরাট সংখ্যক নাগরিকের জনমত যথার্থ প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব ছিলনা ওই প্রক্রিয়ায়-পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসা শক্তি তা চায়নিও।

তাই বিভিন্ন অজুহাতে পথের কাঁটা ছিয়াত্তর বছর আগে হোসেন শহীদ সোহরাবর্দী প্রমুখের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সংগঠনটিকে মাঠের বাইরে রেখেই জনমত 'যাচাই' এর ঐ আয়োজন করা হয়েছিল । বাংলাদেশের তৎকালীন ভয়ানক উদ্বেগজনক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নির্বাচন কতখানি অবাধ ও সুষ্ঠ হবে সেই কৌতুহল ও আশঙ্কার সাথে এক কৌতুহলও বরাবর ছিল তা হল বিপুল সংখ্যক আওয়ামী লীগ সমর্থক ভোটার কি করবেন-তারা কার অনুকুলে ব্যালটে ছাপ মারবেন?অনুমান করা যায় এদের একটি অংশ ভোট দানে অনুৎসাহী হলেও একটি বড় অংশ হয়ত বি এন পির পক্ষেই ভোট দিয়েছেন- এই বিবেচনায় যে জামাত বা অন্যান্য মৌলবাদী শক্তি যাদের অনেকে জামাতের জোট সঙ্গী তাদের তুলনায় এরা কম খারাপ বা /এবং মুক্তিযুদ্ধের অংশীদারিত্বের দাবিদার হেতু এরা হয়ত মুক্তি যুদ্ধের চেতনা ও স্মৃতি পুরোপুরি মুছে দেবার চেষ্টা করবে না, জিয়ায়ুর রহমানকে মহিমান্বিত করার স্বার্থেও বটে।তখন এক সমীক্ষায়ও দেখা গিয়েছিল যে আওয়ামী লীগের ভোটারদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক বি এন পি'র পক্ষে ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা। দেড় বছর বেশিকাল ধরে নিরন্তর সন্ত্রাসের আবহে দিন কাটাতে বাধ্য দেশের বিরাট সংখ্যক সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ও হাসিনা জামানা ফিরে আসার আশু সম্ভাবনা নেই অনুমানে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বি এন পি কেই ভোট দিতে বাধ্য হয়েছিল নিরাপত্তার স্বার্থে।বি এন পির ভোটবাক্সে বিরাট সাফল্যের পেছনে এসব ফ্যাক্টর কাজ করেছিল।

আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচনের ফলাফলে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিএনপি সরকার গঠন করলেও ইউনুস জমানার অপশাসন ও ধর্মীয় মৌলবাদ অতিক্রম করে প্রশাসন ও সমাজ পরিসরে সুশাসন ও ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চার উদ্যোগী হতে বিশেষ দেখা যায়নি ।দেশের অবস্থারও গুণগত তেমন পরিবর্তন হয়নি -সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতও হয়নি সুরক্ষিত আগের তুলনায়। অন্যদিকে জামাত সরাসরি ক্ষমতায় আসতে না পারলেও প্রধান বিরোধীদলের মর্যাদা পাওয়ায় এবং প্রশাসনে তাদের নিজস্ব অনুগতরা থাকায় প্রশাসনে এক পরোক্ষ ও গোপন প্রভাব রয়েই গেলো।ফলতঃ সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর অসহায়তা ও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবেদন থেকেও তা পরিস্ফুট।সেদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে জাতিসংঘ, অ্যামেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এমনই এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী শেখ হাসিনা দেশত্যাগ করার পর থেকে দু'বছরে বাংলাদেশে মোট ১৪৬ জন সংখ্যালঘু হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন,তার মধ্যে ১১৯ জনই হিন্দু সম্প্রদায়ের।

একটি প্রতিবেদন থেকে এও জানা যাচ্ছে যে সেদেশের বর্তমান সরকারের প্রথম মাস পাঁচেকে ৪৪জন হিন্দুর মৃত্যু ঘটেছে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায়।এমনকি এক হিন্দু সন্ন্যাসীকে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।অন্যদিকে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে জেলে আটক চিন্ময়স্বামীর জামিনের আবেদনও শুনানী করতে দিনের পর দিন বাধা দেওয়া তো প্রথম থেকেই চলছিল , এমনকী তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী মাকে একবার শেষ দেখারও সুযোগ দেওয়া হয়নি প্যারোলের প্রার্থনাও খারিজ করে এই তারেক রহমানের জমানায়।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার তথ্য অনুযায়ী এ বছরের প্রথম ছ'মাসে সংখ্যালঘুদের ওপর ৮২৪টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ১৬৮টি হত্যা ও রহস্যজনক মৃত্যু , ১৪১টি মন্দিরে হামলার,২০৪টি সম্পত্তি দখল ও অগ্নি সংযোগ এবং ৪১টি যৌন সহিংসতার উল্লেখ করা হয়েছে।

এবছর সেদেশে দুর্গাপূজোর সংখ্যা সামান্য কিছু বেশি হলেও এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পুজোর দিনে রাজধানী ঢাকায় দুয়েকটি পূজামণ্ডপ পরিভ্রমণ করে সম্প্রীতির একটা বার্তা দেবার(অন্তত বাইরের একটা প্রলেপ হিসেবে) চেষ্টা করলেও সার্বিক অবস্থায় নিশ্চিন্ত হবার কারণ ঘটেনি। এবারও সিলেট রাজবাড়ি নেত্রকোনা টাঙ্গাইল ইত্যাদি স্থানে প্রতিমা ভাঙচুর ও কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে প্রশাসনিক প্রস্তুতি সত্ত্বেও ।

আবার দীর্ঘ সতেরো বছর লণ্ডনে প্রবাসজীবন কাটিয়ে যে ডিসেম্বরে বেগম জিয়া-পুত্র দেশে ফিরেছিলেন ক্ষমতার আসনটি দখলের সুযোগের সন্ধান পেয়ে, সেই ডিসেম্বরেই ধর্মীয় বিদ্বেষের রোষানলে জ্বলন্ত বাংলাদেশে পোশাক কারখানার সাধারণ কর্মী দীপুচন্দ্র দাসের পর সাংবাদিক রানাপ্রতাপ বৈরাগী এবং দুজন ব্যবসায়ীসহ এগার জনের প্রাণ গিয়েছিল কুড়ি দিনের মধ্যে । তারেক রহমান দেশে ফেরার পরেও এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচনের দিন কয় আগেও নিছক আওয়ামী লীগের সদস্য ও প্রাক্তন মন্ত্রী হেতু পাঁচ বারের সাংসদ অশীতিপর রমেশ চন্দ্র সেনের জেল হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় আবার প্রকাশ পেয়েছিল পরিস্থিতি কেমন ।গরুর রশিতে দু'হাত বাঁধা অসুস্থ অশক্ত বৃদ্ধের বন্দী অবস্থার নির্মম ছবি প্রমান করে প্রতিহিংসায় হিংস্রতা কোন পর্যায়ে যেতে পারে।

একটি ভিডিওয় দেখা গিয়েছিল থানায় চেয়ারে বসে এন সি পি র এক স্থানীয় নেতা পুলিশ আধিকারিককেই হুমকী দিচ্ছে আগে 'সন্তোষ' নামে পুলিশকে তাদের পুড়িয়ে মারার ঘটনা স্মরণ করিয়ে ।

মৌলবাদী রাজনীতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষার চেষ্টা করে নাগরিক সমাজই-সত্য।কিন্তু সেদেশে লড়াইটা নিছক সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষার ছিল না। বরং সন্দেহ জেগেছিল সেদেশে নাগরিক সমাজ আদৌ টিকে আছে কিনা মৌলবাদী দুর্বৃত্তদের অপ্রতিহত আগ্রাসী দাপটে নৈরাজ্যের আবহে প্রতিবাদ্‌ধীন লাঞ্ছিত নির্যাতিত সন্ত্রস্ত মানুষগুলির নিস্ফলা ক্রন্দন ও হাহাকারে।

আসলে ধর্মীয় মৌলবাদের যে রক্তবীজ রোপিত হয়েছিল এই উপমহাদেশে বিশেষত অখণ্ড বঙ্গে গত শতকের প্রথম পাদে তার পল্লবিত ও পোক্ত গভীর শিকড়ের বহিঃপ্রকাশ হয়ত সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়েছিল একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ কালীন আবহে এবং তার অব্যবহিত পর পর্যন্ত, তা আবার ফিরে আসতে শুরু করে প্রথমে ধীর লয়ে সুচতুর কৌশলে মুজিব-শাসনের কালেই এবং মুজিব হত্যার পর খুল্লমখুল্লারূপে- ভাষাভিত্তিক বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ কখন যেন রূপান্তরিত হয়ে গেল ধর্মভিত্তিক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে যা ক্রমে সম্পৃক্ত করে ফেলল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরকে- শিক্ষিত পরিসরের একাংশকেও কুশল মস্তিষ্ক প্রক্ষালনের মাধ্যমে। বস্তুত মৌলবাদের সে শিকড় গভীর থাকায় মর্মান্তিকভাবে সপরিবারে নিহত হবার আগে বছর কয়েকের শাসনকালে শেখ মুজিবও তা নির্মূল করতে পারেননি সদ্যস্বাধীন দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষণা করেও- অনেকের মতে যথার্থ পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারেননি। আর শেখ হাসিনা তো ক্ষমতায় থাকার জন্য অনেকসময় দেশের মৌলবাদী শক্তির সাথে আপোষ করেছেন।তবু ভারতের সাথে সখ্যতার কারণে সে দেশের একাংশের কাছে তিনি চিহ্নিত হয়েছেন ভারত-অনুগত বলে।বর্তমানে ভারত-বিদ্বেষই বাংলাদেশের ঘরোয়া রাজনীতির পরিসরে ,বিশেষত মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনবহিত এই প্রজন্মের কাছে কলকে পাওয়ার এক নির্ণায়ক ইস্যু।

অথচ বরাবর ভারত খুব স্বাভাবিকভাবেই চেয়েছিল পড়শি দেশে গণতন্ত্র ও সুস্থিতি ফিরুক-সেদেশে নির্বাচন হোক অন্তর্ভুক্তিমূলক-ভারতবিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ঘাঁটি নাহোক সেদেশ।

কিন্তু হাসিনা সম্বন্ধে দিল্লির অপরিবর্তিত অবস্থানে দু'দেশের মধ্যে টানাপোড়েন এখনও বর্তমান এবং হাসিনা দিল্লিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে ভিসা ও নাগরিকত্বএর জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন করায় ব্যাপারটি ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। বলাবাহুল্য সেদেশে সাম্প্রতিক সংঘটিত বিক্ষোভ সমাবেশের পেছনেও ভারতের হাত আছে বলে বাংলাদেশ যথারীতি অভিযোগ করেছে।

হাসিনা-পরবরতী দেড়বছরে নতুন করে তৈরি হওয়া তীব্র ভারতবিদ্বেষের উত্তেজনার আবহে ক্ষমতাসীন তারেক রহমান কিভাবে অবস্থার সামাল দেন এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে পারেন কিনা সেদিকে নজর ছিল সকলের।কিন্তু দুর্ভাগ্যের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদী এবং লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার আমন্ত্রণ সত্ত্বেও তারেক রহমান ভারত সফরে আসেননি ।প্রথম সফরে যান মালয়েশিয়ায় -সেখান থেকে চিনে। এমনকি সেপ্টেম্বরে ব্রিকস সম্মেলনেও যোগদান করেননি-রাশিয়া ও চিন উপস্থিত থাকলেও।

এখন দেখার সম্প্রতি শুরু হওয়া এ ব্যাপক অশান্তি বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোন পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয় কিনা এবং অন্যদিকে বি এন পি ও তারেক রহমান কিভাবে অবস্থার মোকাবিলা করেন।

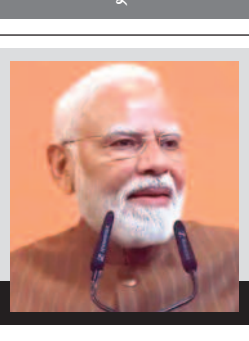
> ধর্মীয় মৌলবাদের যে রক্তবীজ রোপিত হয়েছিল এই উপমহাদেশে বিশেষত অখণ্ড বঙ্গে গত শতকের প্রথম পাদে তার পল্লবিত ও পোক্ত গভীর শিকড়ের বহিঃপ্রকাশ হয়ত সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়েছিল একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ কালীন আবহে এবং তার অব্যবহিত পর পর্যন্ত, তা আবার ফিরে আসতে শুরু করে প্রথমে ধীর লয়ে সুচতুর কৌশলে মুজিব-শাসনের কালেই এবং মুজিব হত্যার পর খুল্লমখুল্লারূপে- ভাষাভিত্তিক বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ কখন যেন রূপান্তরিত হয়ে গেল ধর্মভিত্তিক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে যা ক্রমে সম্পৃক্ত করে ফেলল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরকে- শিক্ষিত পরিসরের একাংশকেও কুশল মস্তিষ্ক প্রক্ষালনের মাধ্যমে। বস্তুত মৌলবাদের সে শিকড় গভীর থাকায় মর্মান্তিকভাবে সপরিবারে নিহত হবার আগে বছর কয়েকের শাসনকালে শেখ মুজিবও তা নির্মূল করতে পারেননি সদ্যস্বাধীন দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষণা করেও- অনেকের মতে যথার্থ পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারেননি।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

শ্রদ্ধা পেতে উচ্চশিক্ষিত বা ধনী হওয়া জরুরি নয়। সবচেয়ে জরুরি উচ্চমন ও উন্নত চরিত্র। ত্যাগ ও সংযম তার পাথেয়, মানুষের মঙ্গলই তার লক্ষ্য।

কৌটা-আনকৌটা



গরিবি দূর হবে না, এটাই ধারণা ছিল। কেউ ক্ষমতা দেখায়নি গরিবি দূর করা যায়। যখন ক্ষমতায় আসি তখনই কাজ শুরুর পরিকল্পনা করি। আমরা গরিবদের শক্তিশালী করেছি। চ্যালেঞ্জকে চ্যালেঞ্জ করতে না-পারলে আমার শান্তি নেই।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন বিস্তীর্ণ কৃষিজমি, আশঙ্কায় চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ১ নম্বর ব্লকের করজ গ্রামের বিস্তীর্ণ কৃষিজমি। জমা জলে কার্যত ডুবে গিয়েছে মাঠের পর মাঠ। আর সেই জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছে চাষিদের সারা বছরের পরিশ্রমের ফসল পাকা ধান। মাঠে ধান কাটার অপেক্ষায় দিন গুনছিলেন কৃষকরা। কিন্তু প্রকৃতির এই দুর্যোগে চোখের সামনেই নষ্ট হচ্ছে তাঁদের স্বপ্নের ফসল। পরিস্থিতি এমনই যে, চরম আর্থিক সংকটের আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন এলাকার কৃষক ও ভাগচাষিরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, টানা বৃষ্টির জেরে করজ গ্রাম মৌজার বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে জল জমে রয়েছে। জমিতে পাকা ধান থাকলেও জলমগ্ন অবস্থায় তা কেটে ঘরে তোলা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের পর ফসল ঘরে তোলার মুখে এমন বিপর্যয়ে মাথায় হাত পড়েছে চাষিদের।এই এলাকার অধিকাংশ কৃষিজমিতেই ভাগচাষিরা চাষাবাদ করেন। জমির মালিকদের কাছ থেকে জমি নিয়ে ঋণ ও ধারদেনা করে তাঁরা চাষের কাজে অর্থ বিনিয়োগ করেন। কেউ বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়েছেন, আবার কেউ চাষের খরচ জোগাতে নিজেদের মূল্যবান জিনিসপত্র বন্ধক রেখেছেন। অনেকেই আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের কাছ থেকেও ধারদেনা করে চাষ করেছেন।

কিন্তু ধান কাটার ঠিক আগেই টানা বৃষ্টির জেরে জমি জলের তলায় চলে যাওয়ায় কার্যত ভেঙে পড়েছেন তাঁরা। একদিকে চোখের সামনে ফসল নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে মাথার ওপর ঋণের বোঝা। কী ভাবে ঋণ শোধ করবেন, কীভাবে আগামী দিনে সংসার চালাবেন, তা ভেবেই দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে অসহায় ভাগচাষিদের। বিশেষ করে ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরদের পরিস্থিতি আরও সংকটজনক। ফসল নষ্ট হলে সারা বছরের রোজগার অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। সংসারের খরচ থেকে শুরু করে ঋণ পরিশোধ, সবকিছু নিয়েই তৈরি হয়েছে গভীর অনিশ্চয়তা। অনেকের আশঙ্কা, এই বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে ওঠা তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হবে।

ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের দাবি, প্রশাসনের আধিকারিকরা দ্রুত এলাকায় এসে সরেজমিনে পরিস্থিতি পরিদর্শন করুন। কতটা কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কতজন কৃষক ও ভাগচাষি এই বিপর্যয়ের শিকার হয়েছেন, তা খতিয়ে দেখে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করা হোক। পাশাপাশি তাঁদের উপযুক্ত সরকারি ক্ষতিপূরণ ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

প্রকৃতির এই দুর্যোগে করজ গ্রামের কৃষকদের এখন একটাই প্রশ্ন, চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাওয়া ফসলের ক্ষতি কী ভাবে সামাল দেবেন তাঁরা? দ্রুত সরকারি সাহায্য ন-মিললে বহু কৃষক ও খেতমজুরের সংসার চালানোই কঠিন হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা।

সিঙ্গুরের মাটিতে অটোমোবাইল শিল্প

ট্রাক কারখানা গড়বে অশোক লেল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দীর্ঘ দেড় যুগের বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে ফের ভারী শিল্পের ঠিকানা হতে চলেছে হুগলির সিঙ্গুর। যে জমি একসময় টাটাদের 'ন্যানো' প্রকল্প ঘিরে তীব্র আন্দোলন, অনশন ও রাজনৈতিক পালাবদলের সাক্ষী থেকেছিল, সেখানেই এবার তৈরি হতে চলেছে বাণিজ্যিক গাড়ি বা ট্রাক তৈরির কারখানা। এবার বিনিয়োগকারী হিসেবে সিঙ্গুরে পা রাখতে চলেছে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সংস্থা 'অশোক লেল্যান্ড'। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর খড়গপুর আইআইটি সফরের দিনেই এই বড় ঘোষণাটি করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

এদিন সিঙ্গুর প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার জানান, রাজ্যে এখন শিল্পবান্ধব সরকার ক্ষমতায় আসায় বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত হয়েছে। তাঁর কথায়, বাংলার মানুষ এমন একটি সরকার পেয়েছেন যারা রাজ্যে শিল্প গড়তে আন্তরিক।

মালদা মেডিক্যালে আবর্জনা সরানো, খাবারের মান উন্নয়নে ৭ দিন সময়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নোংরা আবর্জনা সরানো থেকে রোগীদের খাওয়ারের গুণগতমান সবেতেই উন্নত করার সাত দিনের সময় সীমা বেঁধে দিল রোগী কল্যাণ সমিতির কর্মকর্তারা। নির্দেশ পালন না হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে রোগী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে। শনিবার দুপুরে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কনফারেন্স হলে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক শেষে এমনই বার্তা দিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অম্লান ভাদুড়ি। এদিন তাঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে ছিলেন মালদা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ড. পার্থপ্রতীম মুখোপাধ্যায়, সহকারি অধ্যক্ষ ড. গণেশ চন্দ্র গাইন-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আগামী সাত দিনের মধ্যে হাসপাতালের কোথাও নোংরা-আবর্জনা জমে থাকতে দেওয়া যাবে না। হাসপাতাল চত্বর পরিচ্ছন্ন রাখতে বিশেষ নজরদারি চালানো হবে। রোগীদের আহার বিতরণের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে সরকারি বরাদ্দ অনুযায়ী ভালো মানের খাওয়ার পরিচ্ছন্ন ভাবে পরিবেশন করতে হবে। খাওয়ারের মান ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে কোনও রকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কিংবা খাওয়ারের মানই নয়, হাসপাতালের চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়েও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বৈঠকে।

তাঁত বস্ত্র মেলার উদ্বোধন সিউড়িতে



নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি:১৭ তম তাঁত বস্ত্র মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন বিধায়ক অনুপ সাহা ৬ই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র শিল্প দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা সন্দীপ নাগ, অতিরিক্ত জেলাশাসক কৌশিক চট্টোপাধ্যায় , বীরভূম জেলা তাঁত বস্ত্র উন্নয়ন আধিকারিক তথা তাঁত বস্ত্র মেলা উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক বিকাশ রঞ্জন জানা, জেলা খাদি উন্নয়ন আধিকারিক গোপালকৃষ্ণ বসু প্রমুখ ৬ই তাঁত বস্ত্র মেলা জেলার ও জেলার বাইরের তাঁত-শিল্পীরা তাদের ত্রিশ টি স্টলে তাঁত বস্ত্র সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছেন।

সিউড়ি থানায় হাজিরা টুলুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: জাল ডিসিআর-কাণ্ডে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হতে অবশেষে সিউড়ি থানায় হাজিরা দিলেন বীরভূমের বিতর্কিত পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডল। শনিবার দুপুর ঠিক একটা নাগাদ গাড়িতে চড়ে তিনি থানায় পৌঁছন। দুপুর ১২টার মধ্যে তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হলেও, নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পর তিনি থানায় আসেন।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে দেশে ফেরার পর শুক্রবারই কলকাতার ভবানী ভবনে সিআইডি আধিকারিকদের জেরার মুখে পড়েছিলেন টুলু। একই দিনে সিউড়ি ও পাঁচামিতে তাঁর পেট্রোল পাম্প এবং ক্রাশার অফিসে ম্যারাথন তল্লাশিও চালান তদন্তকারীরা। তার রেশ কাটতে না কাটতেই এদিন মূল



মামলার জট খুলতে সিউড়ি থানায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। পাথর বলয়ে জাল ডিসিআর চক্রের জাল কতদূর বিস্তৃত এবং এর নেপথ্যে আর কারা জড়িত, তা জানতেই এদিনের এই জেরা। সেইসঙ্গে, টুলুর আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া কেজি কেজি সোনা, কোটি কোটি টাকার উৎস কি, সেব্যাপারেও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তদন্তকারীরা।

SBI এসবিআই সিআইটি রোড শাখা (০১১৪০)
পি-৩৫, সিআইটি রোড (চাকদহ হাউস), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৪
সোনার অলঙ্কারের নিলাম বিজ্ঞপ্তি

আখতারি খাতুন (অ্যাকাউন্ট নং ৩২১৫৬০৭৭৪৯০) যিনি **এসবিআই সি.আই.টি. রোড শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যিনি সঠিকভাবে নোটিশ/নোটিশগুলির জবাব দেননি বা নোটিশটি বিলি না হয়ে ফেরত এসেছে এই পরিস্থিতিতে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) ৩০.১১.২০২৬-এর আগে পরিশোধ করা না হয়, ব্যাঙ্ক পূর্ববর্তী দিনের পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করবে, নিলামের দিনে বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নে উল্লিখিত সময় এবং তারিখে শাখা প্রেমিসেস/গোল্ড হাব-এ প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কারের দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : আখতারি খাতুন (অ্যাকাউন্ট নং ৩২১৫৬০৭৭৪৯০)

ক্রম নং	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারাট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	৩০.১১.২০২৬	বিকাল ৪টে থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত	২২/১৮ ক্যারাট	গ্রস ওজন ৩৬.৬৫ গ্রাম নিট ওজন ৩৩.০৮ গ্রাম	২ টি আংটি ১ টি টিকলি ১০ টি কানের দুল

তারিখ : ২২.১১.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা এসবিআই সিআইটি রোড

পঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ বৈঙ্ক Punjab & Sind Bank
(ভারত সরকার এর উদ্যোগ) (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

রাজারহাট শাখা
গ্রাউন্ড ফ্লোর, শেহনাই অ্যাপার্টমেন্ট, রাজারহাট রোড, কলকাতা - ৭০০১৫৭
ফোন : ০৩৩-২৫৭০১১৬৬, ই-মেল : R1567@psb.bank.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট ৪

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪)-এর অধীনে **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **০১.০৮.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করেছিলেন, যাতে **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী সুইটি দুবে এবং শ্রী সাগর রায় (জামিনদার)**-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **৩৭,০৮,৪৬৪.৩০ টাকা** (মাত্র সাঁইত্রিশ লক্ষ আট হাজার চারশত চৌষট্টি টাকা এবং ত্রিশ পয়সা) পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২০২৬ সালের ২১ নভেম্বর** তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিটির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেন ৩৭,০৮,৪৬৪.৩০ **টাকা** (মাত্র সাঁইত্রিশ লক্ষ আট হাজার চারশত চৌষট্টি টাকা এবং ত্রিশ পয়সা) এবং তার উপর সুদের জন্য পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের দায়বদ্ধতার অধীন থাকবে।
সুরক্ষিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
মধ্যমগ্রাম পুরসভার অধীনে, এ.ডি.এস.আর. - বারাসাত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, থানা - বারাসাত বর্তমানে মধ্যমগ্রাম, কলকাতা - ৭০০১২৯, বঙ্কিম পল্লী, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২০৪, মৌজা - চক্রঘাটা, জে.এল. নং ২৬, এল.ও.পি. নং ৪৫৮, সি.এস. প্লট নং ৪১৩ (পি), তৎসহ এল.আর. খতিয়ান নং ৪১২৯, ৪১২৮, ৪১২৭, ৪১২৬, ৪১০৫, ৪১০৬, ৪১০৭, ৪১০৮-এর অধীনে এল.আর. দাগ নং ২৯৮৬-তে অবস্থিত ''সমৃদ্ধি ভিলা'' নামে পরিচিত বহুতল ভবনের ১ম ফ্লোরে কমবেশি প্রায় ৯০৩ বর্গফুট কার্পেট এলাকা যা কমবেশি প্রায় ১৩০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকার সমতুল্য, এমন আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২০১, যা শ্রীমতী সুইটি দুবের নামে রয়েছে এবং যার বিবরণ হল ০৫.০৬.২০২৪ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ১৯০৩০৪৩০৮/২০২৪, যা এ.আর.এ. ৩ কলকাতা-র কার্যালয়ে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১, ভলিউম নং ১৯০৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ১৫৪৯০০ থেকে ১৫৪৯২৭-এ নথিভুক্ত/লিপিবদ্ধ রয়েছে। **চৌহদ্দি** - উত্তরে : এল.ও.পি. নং ৪৫৭, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, পূর্বে : এল.ও.পি. নং ৪৫৯, পশ্চিমে : এল.ও.পি. নং ৪৫৪।

তারিখ : ২১.১১.২০২৬ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান : কলকাতা পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

ফর্ম ক
সাধারণ ঘোষণা
[ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ভলান্টারি লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৭-এর প্রবিধান ১৪]
কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কস লিমিটেড
-এর অংশীদারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

১.	কর্পোরেট ব্যক্তির নাম	কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কস লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ব্যক্তির নিবন্ধনের তারিখ	১ আগস্ট, ১৯৮৯
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ব্যক্তি নিবন্ধিত/ অন্তর্ভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা।
৪.	কর্পোরেট ব্যক্তির কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর	U23209WB1989PLC047337
৫.	কর্পোরেট ব্যক্তির নিবন্ধিত কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের (যদি থাকে) ঠিকানা	৩৩ যশোর রোড, দমদম, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০২৮
৬.	কর্পোরেট ব্যক্তির অবসায়ন শুরুর তারিখ	২০ নভেম্বর, ২০২৬
৭.	লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং নিবন্ধন নম্বর	**আইপিই - এক্সেল রিস্ট্রাকচারিং অ্যাডভাইজরি এলএলপি** তার মনোনীত অংশীদার শ্রী দিলীপকুমার নটবরলাল জগদ-এর মাধ্যমে লিকুইডেটর হিসেবে নিযুক্ত **ঠিকানা** ১০৫ এবং ১০৬, মিডাস টাওয়ার, সাহার প্লাজা, আন্ধেরি কুরলা রোড, আন্ধেরি ইস্ট, জে.বি. নগর, মুম্বাই - ৪০০০৫৯। **রেজি. ইমেল আইডি:** info@exceladvisory.in **প্রসেস ইমেল আইডি :** kolkatametrovol@gmail.com মোবাইল নং : +৯১-৯৮২১১৪২৫৮৭ **আইবিবিআই নিবন্ধন নং** IBBI/IPE-0061/IPA-1/2025-26/50094
৮.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২০ ডিসেম্বর, ২০২৬

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কস লিমিটেড ২০ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে স্বেচ্ছায় অবসায়ন শুরু করেছে।
কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কস লিমিটেড-এর অংশীদারদের এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, তাঁরা যেন ২০শে ডিসেম্বর, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে ক্রমিক ৭-এ উল্লিখিত ঠিকানায় লিকুইডেটরের নিকট তাঁদের দাবির প্রমাণপত্র জমা দেন।
আর্থিক পাওনাদাররা কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাঁদের দাবির প্রমাণপত্র জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত অংশীদাররা ব্যক্তিগতভাবে, ডাকযোগে অথবা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাবির প্রমাণপত্র জমা দিতে পারেন।
মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর দাবির প্রমাণপত্র জমা দিলে জরিমানা আরোপ করা হবে।
তারিখ : ২১ নভেম্বর, ২০২৬ স্বা/-
স্থান : মুম্বই **আইপিই - এক্সেল রিস্ট্রাকচারিং অ্যাডভাইজরি এলএলপি**
আইবিবিআই রেজি. নং : IBBI/IPE-0061/IPA-1/2025-26/50094
এএফএ বৈধতার মেয়াদ ৩০/০৬/২০২৭ পর্যন্ত
তার মনোনীত অংশীদার **শ্রী দিলীপকুমার নটবরলাল জগদ**-এর মাধ্যমে
কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কস লিমিটেড - স্বেচ্ছায় অবসায়নাধীন-এর বিষয়ে লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P00233/2017-2018/10462

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেইল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
(CIN) L65190MH2004GOI114883844
88, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০১৭,
টেলিফোন : (+৯১ ৩৩) ৬৬৫৫ ৭৮২১
[পরিশিষ্ট ৪-এ] [বিধি ৮ (৬)-এর শর্তাংশ দ্রষ্টব্য] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬)-এর শর্তাংশের অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতার নিকট বন্ধকৃকৃত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, যার বাস্তবিক দখল সুরক্ষিত ঋণদাতা আইডিবিআই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে, তা নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর নিকট থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বকেয়া আদায়ের জন্য ০৮-১২-২০২৬ (মঙ্গলবার) ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''যাহা কিছু আছে'' ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিবরণের পাশে প্রদর্শিত হয়েছে।
০৮-১২-২০২৬ তারিখে নিলামযোগ্য সম্পত্তির বিবরণ (১৫ দিনের বিজ্ঞপ্তি)

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ)-এর নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) বিড/টেন্ডার বৃদ্ধির পরিমাণ
রাজারহাট	**তনুশ্রী কুণ্ডু** (ঋণগ্রহীতা) এবং **অশ্রুকণা দে** (সহ-ঋণগ্রহীতা)	রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা বর্তমানে বিধাননগর পুরনিগমের সীমানার মধ্যে ওয়ার্ড নং ৫ (বর্তমানে ২), নারায়ণপুর নরেন্দ্রনগর রোড, থানা - নারায়ণপুর (পূর্বে এয়ারপোর্ট), জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা - গোপালপুর, জে.এল. নং ২, আর.এস. নং ১৪০, তৌজি নং ১২৫বি/১, দাগ নং ৫৪৫৮, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৩৬৮৭, আর.এস. খতিয়ান নং ১৯৭৪/১, ৫৬৮৫, ৫৬৮৬, ৫৬৮৭, ৫৬৮৩-এর অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৩ কাঠা ৬ ছটাক ৩৫ বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমির প্লটের উপর অবস্থিত ''গ্যালাক্সি টুইনস'' নামক জি-৫ তলা ভবনের ৫ম ফ্লোরে ৬০৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৫এ-এর সমগ্র অংশ। চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : দাগ নং ৩৬৮৭-এর জমি; দক্ষিণে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ; পূর্বে : দাগ নং ৩৬৮৭-এর জমি; পশ্চিমে : ৩০ ফুট চওড়া পি.ডব্লিউ.ডি. রোড/নারায়ণপুর নরেন্দ্রনগর রোড।	১) ২৬-০৮-২০২৫ ২) ০৬-০২-২০২৬ গ) **১৭,২৯,৮৯২.৩৬ টাকা** (সতেরো লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশত বিরানব্বই টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, রাজারহাট শাখা (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর পাওনা, তৎসহ ১০-০৫-২০২৫ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ সহ।	ক) ১৫,২২,০০০/- টাকা খ) ১,৫২,২০০/- টাকা গ) ১০,০০০/- টাকা

সারফেসি আইন ২০০২-এর বিধি ৮(৬)-এর অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির নোটিশ
বিড নথি কর্মদিবসগুলিতে (সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা) আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, রিটেইল রিকভারি, রাজারহাট শাখা থেকে অথবা ০১.১২.২০২৬ থেকে ০৬.১২.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ওয়েবসাইট https://www.baanknet.com (পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড) এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট https://www.idbibank.in থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

অঙ্গীকারনামা, কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি সহ বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৭-১২-২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	০৫-১২-২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৩.০০ টা
ই-নিলামের তারিখ ও সময়	০৮-১২-২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.idbibank.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।
তারিখ : ২২.১১.২০২৬; স্থান : কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
নিবন্ধিত কার্যালয়: ইউনিট নং-১০৩, ১ম তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং-৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকলা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৫৯ | টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০ | ফ্যাক্স: +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪ | ওয়েবসাইট: www.sbfc.com | ইমেল: customercare@sbfc.com | CIN: L67190MH2008PLC178270

জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, আগামী **২৩-১১-২০২৬ তারিখে সকাল ১০:৩০ ঘটিকায়** এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড কর্তৃক বন্ধকীকৃত স্বর্ণালঙ্কারের প্রকাশ্য নিলাম অনুষ্ঠিত হইবে। নিলামযোগ্য উক্ত স্বর্ণালঙ্কারসমূহ আমাদের সেই সকল গ্রাহকের ঋণ অ্যাকাউন্টের অন্তর্ভুক্ত, যাহারা তাঁহাদের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের প্রতি নিলাম সংক্রান্ত যথাযথ নোটিশ ইতোমধ্যেই প্রেরণ করা হইয়াছে। নিলামযোগ্য স্বর্ণালঙ্কারসমূহ নিম্নে উল্লেখিত শাখাসমূহের অধীনে থাকা বিভিন্ন গ্রাহকের বকেয়া ঋণ অ্যাকাউন্টের অন্তর্ভুক্ত।

বারাসাত শাখা ঠিকানা: চাঁপাডালি মোড়, বারাসাত, ডাকঘর + থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, সেনকো গোল্ড -এর নিকটে, বারাসাত - ৭০০১২৪
AP00325221, AP00328054, AP00341999, AP00344611, AP00349010, AP00351072, AP00355016, AP00356170, AP00357431, AP00362579, AP00363952, AP00369393, AP00376710, AP00377366, AP00383888, AP00385690, AP00387122, AP00393793, AP00406886, AP00425386, AP00430446, AP00436974, AP00438256, AP00439237, AP00443473, AP00448467, AP00448999, AP00457171, AP00457237, AP00459977, AP00466180, AP00470092, AP00476311, AP00477348, AP00478629, AP00488703, AP00503808, AP00504143, AP00504445, AP00518812, AP00528964, AP00539356, AP00539682, AP00547108, AP00551409, AP00556303, AP00560154, AP00565087, AP00566360, AP00567003, AP00567223, AP00567571, AP00570064, AP00576304, AP00579790, AP00585918, AP00595005, AP00603214, AP00605217, AP00606783, AP00606917, AP00607881, AP00611839, AP00616286, AP00618494, AP00624479, AP00636143, AP00636789, AP00636815, AP00637884, AP00640349, AP00651469, AP00653940, AP00660843

নিরাপত্তা-পুনর্বাসনে কাঠগড়ায় ইসিএল, তদন্তের দাবি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: একের পর এক ধসের ঘটনায় বিপন্ন খনি এলাকার মানুষের জীবন ও সম্পত্তি। কখনও বাড়িতে ফাটল, কখনও আস্ত বাড়ি তলিয়ে যাচ্ছে মাটির গভীরে। অথচ বারবার এমন বিপর্যয়ের পরেও স্থায়ী সমাধান অধরা। অন্ডালের সিদুলি ও নীলকণ্ঠতলায় সাম্প্রতিক ধসের ঘটনায় একটি বাড়ি মাটির তলায় চলে যাওয়ার পর ইসিএলের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে ধসের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের দাবিতে সরব হলেন রানিগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক পার্থ ঘোষ।

শনিবার দুপুরে দুর্গাপুরের মহকুমাশাসকের দপ্তরে জেলাশাসক ও ইসিএলের সিএমডির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন বিধায়ক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইসিএলের সিএমডি সতীশ ঝা, জেলাশাসক পন্নামবলাম এস, দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল-সহ প্রশাসন ও ইসিএলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা এই বৈঠকে খনি অঞ্চলে বারবার ধসের কারণ, ধসকবলিত এলাকায় বসবাসকারী মানুষের নিরাপত্তা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকে বিধায়ক স্পষ্টভাবে জানান, কয়লা উত্তোলনের আগে সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কয়লা উত্তোলনের জেরে কোনও ব্যক্তি বা পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি কিংবা প্রাণহানির ঘটনা ঘটলে তার সম্পূর্ণ দায়ভার নিতে হবে ইসিএলকে। পাশাপাশি কেন বারবার একই ধরনের ধসের ঘটনা ঘটছে, তার নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত কারণ জনসমক্ষে আনার দাবিও জানান তিনি।

বৈঠক শেষে বিধায়ক পার্থ ঘোষ জানান, তাঁর দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে ইসিএলের সিএমডি ধসকবলিত এলাকাগুলি সরেজমিনে পরিদর্শনের আশ্বাস দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক ধসের প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখে যথাযথ তদন্তের কথাও জানানো হয়েছে। পুনর্বাসনের বিষয়টি নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি।

বিধায়ক পার্থ ঘোষ বলেন, 'ইসিএলের সিএমডি ও জেলাশাসকের কাছে আমি দাবি জানিয়েছি, ধসের ঘটনা নিয়ে সঠিক তদন্ত করতে হবে। ধসের কারণে কারও ক্ষতি বা প্রাণহানি হলে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ইসিএলকে নিতে হবে। পুনর্বাসন নিয়েও আলোচনা হয়েছে। কয়লা উত্তোলনের আগে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা জরুরি। আমার দাবি মেনে ইসিএলের সিএমডি ধসকবলিত এলাকা পরিদর্শনে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। কী কারণে এই ঘটনা ঘটেছে, তারও সঠিক তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন।'

গ্রামবাসীদের অভিযানে উদ্ধার চোলাই!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: আবগারি দপ্তর আসে, পুলিশও আসে। মাঝেমধ্যেই চলে অভিযান। কিন্তু কোনওবারই মেলে না চোলাই মদের হদিশ। এমনই অভিযোগ তুলে এবার নিজেরাই জোটবদ্ধ হলেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের তৎপরতায় একটি বসতবাড়ি থেকে উদ্ধার হল ড্রাম ড্রাম চোলাই মদ ও মদ তৈরির সরঞ্জাম। উদ্ধার হয়েছে গ্যাস সিলিন্ডারও। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের কালনার নান্দাই পঞ্চায়েতের উত্তর রামেশ্বরপুর এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ধাত্রীগ্রাম ফাঁড়ির পুলিশ। আটক করা হয় দুই ব্যক্তিকে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় রমরমিয়ে চলছিল চোলাই মদের কারবার। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার আবগারি দপ্তর ও পুলিশকে জানানো হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি।

কেনरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम | A Govt. of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ
বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর
কলকাতা-৭০০০১৬
ই-মেল: cb2364@canarabank.com

ই-অকশনের তারিখ
০৭.১২.২০২৬

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধানের অধীনে দখল নেওয়া নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি ই-অকশনের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করা হবে:
নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে নীচে উল্লিখিত সিকিউরড সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছ থেকে অফার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

ক্রঃ নং	ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম এবং ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (বকেয়া সুদ সহ) খ) ১৩(২) ধারার অধীনে ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) ১৩(৪) ধারার অধীনে দখল নোটিশের তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, ব্রাঞ্চ এবং রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট।
১.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক,** **অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স নিয়োগী স্টেশনারি সার্ভিসেস,** ৫৮, গৌরীবাড়ি লেন, মানিকতলা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০ ০০৪। **চিন্ময় নিয়োগী (পরিচালক),** পিতা- সরোজ কুমার নিয়োগী, ৫৮, গৌরীবাড়ি লেন, শ্যামবাজার, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০ ০০৪। **মৃন্ময় নিয়োগী (পরিচালক),** ৫৮, গৌরীবাড়ি লেন, শ্যামবাজার, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০ ০০৪। **এছাড়াও এখানে:** স্পন্দন, ব্লক নং ৬৭, ৪র্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং এ/৬৭/০৪০১, প্লট নং ই/১, নিউটাউন এএ-৩, থানা- রাজারহাট, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০১৩০। **যুথিকা নিয়োগী (পরিচালক),** অরিহন্ত অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ৩বি, প্রেমিসেস নং ১৯, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, থানা- মানিকতলা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০ ০০৪, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১৫-এর অধীনে। **এছাড়াও এখানে:** ৫৮, গৌরীবাড়ি, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৪। **এছাড়াও এখানে:** অরিহন্ত অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ৩এ, প্রেমিসেস নং ১৯, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, থানা- মানিকতলা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০০০৪।	**ক) ৭,৯২,৯৪,৮৪৫.৮০** টাকা (সাত কোটি বিরানব্বই লক্ষ চুরানব্বই হাজার আটশত পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং আশি পয়সা মাত্র) এর সাথে ০১.১১.২০২৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য পরবর্তী সুদ এবং চার্জ। **খ) ২৮.০৫.২০২৫** **গ) ১৮.০৮.২০২৫**	সম্পত্তি ১: যুথিকা নিয়োগী (জামিনদার)-এর নামে ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত তিনটি শয়নকক্ষ, একটি বসার ঘর, একটি রান্নাঘর, দুটি শৌচাগার এবং একটি বারান্দা বিশিষ্ট কমবেশি ১৪২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকার ফ্ল্যাট নং ৩এ, যা কলকাতা পুরনিগমের সীমানার মধ্যে ওয়ার্ড নং ১৫, থানা- মানিকতলা, প্রেমিসেস নং ১৯, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪-এ কমবেশি ৬ কাঠা ৮ ছটাক জমির উপর নির্মিত ভবনে অবস্থিত, তার সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **ভবনটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত:** উত্তরে: প্রেমিসেস নং ১৭ ও ১৭/১, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা, দক্ষিণে: প্রেমিসেস নং ২১এ, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা, পূর্বে: প্রেমিসেস নং ১১, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমে: ৩০ ফুট চওড়া কলকাতা পুরনিগমের রাস্তা (বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট)। **(বাস্তবিক দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)** সম্পত্তিটি দেখতে স্ক্যান করুন **সম্পত্তি ২: যুথিকা নিয়োগী (জামিনদার)**-এর নামে ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত তিনটি শয়নকক্ষ, একটি বসার ঘর, একটি রান্নাঘর, দুটি শৌচাগার এবং একটি বারান্দা বিশিষ্ট কমবেশি ১৪২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকার ফ্ল্যাট নং ৩বি, যা কলকাতা পুরনিগমের সীমানার মধ্যে ওয়ার্ড নং ১৫, থানা- মানিকতলা, প্রেমিসেস নং ১৯, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪-এ কমবেশি ৬ কাঠা ৮ ছটাক জমির উপর নির্মিত ভবনে অবস্থিত, তার সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ভবনটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত: উত্তরে: প্রেমিসেস নং ১৭ ও ১৭/১, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা, দক্ষিণে: প্রেমিসেস নং ১৯, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা, পূর্বে: প্রেমিসেস নং ২১এ, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমে: ৩০ ফুট চওড়া কলকাতা পুরনিগমের রাস্তা (বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট)। **(বাস্তবিক দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)**	**ক) সম্পত্তি ১: ৭৫,২৫,০০০.০০** টাকা (পঁচাত্তর লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) **সম্পত্তি ২: ৭৫,২৫,০০০.০০** টাকা (পঁচাত্তর লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) সম্পত্তি ১: ৭,৫২,৫০০.০০** টাকা (সাত লক্ষ বায়ান্ন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) **সম্পত্তি ২: ৭,৫২,৫০০.০০** টাকা (সাত লক্ষ বায়ান্ন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) **গ) সম্পত্তি ১ ও ২: ১,০০,০০০.০০** টাকা (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি পরিমাণ: সম্পত্তি ১: ৭,৫২,৫০০.০০ টাকা এবং সম্পত্তি ২: ৭,৫২,৫০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা দিতে হবে।**
২.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) শেখ সমীর আলি (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- শেখ মাওলা বক্স, ১/ই, ইব্রাহিম রোড, এইচ ১২, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ০২৩। **শেখ মামুদা বেগম (জামিনদার),** কলকাতা-৭০০ ০১৭। **শেখ আজিজুল রহমান (জামিনদার),** পিতা- মতলব আলি, বাসুদেবপুর মোড়, বাগনান-২, হাওড়া-৭১১ ৩১২।	**ক) ১৩,১৯,৫৭,৬৩৩.৪৯** টাকা (তেরো কোটি উনিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার ছয়শত তেত্রিশ টাকা এবং ঊনপঞ্চাশ পয়সা মাত্র) এর সাথে ০১.১১.২০২৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য পরবর্তী সুদ এবং চার্জ। **খ) ১৩.১১.২০২৪** **গ) ০৭.০৭.২০২৫**	**সম্পত্তি ১:** মৌজা- মাদুরদহ, জে.এল. নং ১২, আর.এস. দাগ নং ৪১৭, থানা- তিলজলা, কলকাতা পুরনিগম ওয়ার্ড নং ১০৮-এ অবস্থিত নিচতলায় গাড়ি পার্কিংয়ের ২৭০ বর্গফুট সহ স্থান সহ ২য় ফ্লোরে অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২এ এবং ৫ কাঠা ৩ছটাক ২০ বর্গফুট জমির অংশবিশেষ সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত:** উত্তরে- সাধারণ পথ; দক্ষিণে- আর.এস. দাগ ৪১৭; পূর্বে- আর.এস. দাগ ৪১৭। **(বাস্তবিক দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)** সম্পত্তিটি দেখতে স্ক্যান করুন **সম্পত্তি ২:** মৌজা- মাদুরদহ, থানা- তিলজলা, কলকাতা পুরনিগম ওয়ার্ড নং ১০৮, আর.এস. দাগ নং ২১২-এর অন্তর্গত ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত ১১৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকার স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩০২-এর ৩ ফ্লোর ১৭৫ বর্গফুট সুপারবিল্ট আপ এরিয়া ২টি কার পার্কিং এরিয়া পরিমান ২৭০ বর্গফুট ১ তলায় সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত: উত্তরে- ২০ ফুট চওড়া সাধারণ পথ। **(বাস্তবিক দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)**	**ক) সম্পত্তি ১: ৫০,০০,০০০.০০** টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র) **সম্পত্তি ২: ৫২,০০,০০০.০০** টাকা (বায়ান্ন লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) সম্পত্তি ১: ৫,০০,০০০.০০** টাকা (পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র) **সম্পত্তি ২: ৫,২০,০০০.০০** টাকা (পাঁচ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) **গ) সম্পত্তি ১ ও ২: ৫০,০০০.০০** টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি পরিমাণ: সম্পত্তি ১: ৫,০০,০০০.০০ টাকা এবং সম্পত্তি ২: ৫,২০,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা দিতে হবে।**
৩.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক,** **অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স এম. পি. প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর- গীতু গুটগুটিয়া,** ৮১২এ, পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, পশ্চিমবঙ্গ। গীতু গুটগুটিয়া, ২২, বুড়ো শিবতলা মেইন রোড, পোঃ- সাহাপুর, থানা- বেহালা, কলকাতা-৭০০ ০৩৮। **মেসার্স এন. কে. প্লাস্টিক মোল্ডার্স (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর-** নবীন গুটগুটিয়া, ৮১৩, পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০ ০৪১। **নবীন গুটগুটিয়া (প্রোপ্রাইটর/জামিনদার/বন্ধকদাতা),** পিতা- প্রয়াত প্রকাশ চন্দ্র গুটগুটিয়া, ২২, বুড়ো শিবতলা মেইন রোড, পোঃ- সাহাপুর, বেহালা, কলকাতা-৭০০ ০৩৮। মেসার্স গণপতি এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর- কিরণ দেবী গুটগুটিয়া, ৮১২এ, পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, পশ্চিমবঙ্গ। কিরণ দেবী গুটগুটিয়া (প্রোপ্রাইটর/জামিনদার/বন্ধকদাতা), ২২, বুড়ো শিবতলা মেইন রোড, পোঃ- সাহাপুর, থানা- বেহালা, কলকাতা-৭০০ ০৩৮।	**ক) ৫,১৭,৪৯,০৪৮.২৮** টাকা (পাঁচ কোটি সতেরো লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার আটচল্লিশ টাকা এবং আটাশ পয়সা মাত্র) এর সাথে ০১.১১.২০২৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য পরবর্তী সুদ এবং চার্জ। **খ) ১১.০২.২০২৬** **গ) ১৭.০৪.২০২৬**	**সম্পত্তি ১:** কলকাতা পুরনিগম ওয়ার্ড নং ১১৬-এর অধীনে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ০৪১, প্রেমিসেস নং ৮১৩এ, পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, দাগ নং ২৬৩, তৌজি নং ১৭৭-এর অন্তর্ভুক্ত ২৮৮০ বর্গফুট কারখানার শেড সহ জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি দেখতে স্ক্যান করুন **সম্পত্তি ২:** কলকাতা পুরনিগম ওয়ার্ড নং ১১৬-এর সীমানার মধ্যে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ০৪১, বর্তমানে প্রেমিসেস নং ৮১২এ, পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, তৌজি নং ৩৫, ১৭৭ এবং ৪১১, খতিয়ান নং ১৪৭ এবং ৫২৯-এর অন্তর্ভুক্ত কারখানার শেড সহ ৫ কাঠা পরিমাপের সমগ্র জমি। **(বাস্তবিক দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)**	**ক) সম্পত্তি ১: ৭৯,০০,০০০.০০** টাকা (ঊনআশি লক্ষ টাকা মাত্র) **সম্পত্তি ২: ১,০৬,০০,০০০.০০** টাকা (এক কোটি ছয় লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) সম্পত্তি ১: ৭,৯০,০০০.০০** টাকা (সাত লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) **সম্পত্তি ২: ১০,৬০,০০০.০০** টাকা (দশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **গ) সম্পত্তি ১ ও ২: ১,০০,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ টাকা মাত্র)** **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি পরিমাণ: সম্পত্তি ১: ৭,৯০,০০০.০০ টাকা এবং সম্পত্তি ২: ১০,৬০,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা দিতে হবে।**
৪.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক,** **অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) শ্রী অজয় কুমার রাম (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- শ্রী লখীচাঁদ রাম, ৩৮/বি/এইচ১৪, পুলিন খটিক রোড, ট্যাংরা, কলকাতা-৭০০ ০১৫। < **এছাড়াও এখানে:** রেনুবালা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৩য় ফ্লোর, ২৯এ, ক্রিস্টোফার রোড, থানা- ট্যাংরা, কলকাতা-৭০০ ০৪৬। **পূজা রাম,** স্বামী- শ্রী অজয় কুমার রাম, ৩৮/বি/এইচ১৪, পুলিন খটিক রোড, ট্যাংরা, কলকাতা-৭০০ ০১৫। **এছাড়াও এখানে:** রেনুবালা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৩য় ফ্লোর, ২৯এ, ক্রিস্টোফার রোড, থানা- ট্যাংরা, কলকাতা-৭০০ ০৪৬।	**ক) ২২,২৬,৯৬৪.৩২** টাকা (বাইশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার নয়শত চৌষট্টি টাকা এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র) এর সাথে ০১.১১.২০২৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য পরবর্তী সুদ এবং চার্জ। **খ) ১৭.০৪.২০২৬** **গ) ১৮.০৬.২০২৬**	কলকাতা পুরনিগম ওয়ার্ড নং ৫৮, অতিরিক্ত জেলা উপ-নিবন্ধন কার্যালয়, শিয়ালদহ-এর এখতিয়ারের অধীনে প্রেমিসেস নং ২৯এ, ক্রিস্টোফার রোড, থানা- ট্যাংরা, কলকাতা-৭০০ ০৪৬-এ অবস্থিত প্রায় ০৮ কাঠা. ৮ ছটাক জি+৫ ভবন জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ সম্পত্তিটি দেখতে স্ক্যান করুন ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত ২ (দুই)টি শয়নকক্ষ, ১ (এক)টি রান্নাঘর কাম ডাইনিং, ১ (এক)টি বারান্দা, ১ (এক)টি স্নানাগার ও শৌচাগার এবং সমস্ত বাথরুম ফিটিংস সহ (২৫% সুপার বিল্ট-আপ এলাকা সহ) ফ্ল্যাট নং ৩এ। মালিক: অজয় কুমার রাম এবং পূজা রাম। সম্পত্তিটি **নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত:** উত্তরে: ৩১এ ক্রিস্টোফার রোড, দক্ষিণে: ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে: ২৯/২ ক্রিস্টোফার রোড, পশ্চিমে: ২৯/৮ ক্রিস্টোফার রোড। **(প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)**	**ক) ৩৪,৮৫,০০০.০০ টাকা** (চৌত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৩,৪৮,৫০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি পরিমাণ ৩,৪৮,৫০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা দিতে হবে।**
৫.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক,** **অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) মেসার্স নিউজ বর্তমান ২৪ X ৭ প্রাইভেট লিমিটেড, পরিচালকগণ: (১) শ্রী স্বপন দাস, (২) শ্রীমতী দীপা দাস, (৩) শ্রী পার্থ হাজরা,** পিয়ারলেস নগর শপিং প্লাজা, রুম নং ২৮, পানিহাটি, কলকাতা-৭০০ ১১৪। < **এছাড়াও এখানে:** ২৯এফ, বি.টি. রোড, পানিহাটি সোদপুর, ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০ ১১৪। এছাড়াও এখানে: প্রযত্নে তিরুপতি বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম ফ্লোর, ১২৬ হাজরা রোড, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০ ০২৬। **শ্রীমতী দীপা দাস,** স্বামী- শ্রী স্বপন দাস, পিয়ারলেস নগর, পানিহাটি, বি.টি. রোড, সোদপুর পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০ ১১৪। **শ্রী স্বপন দাস,** পিতা- গোপাল চন্দ্র দাস, ই২১০০২, পিয়ারলেস নগর, পানিহাটি, বি.টি. রোড, সোদপুর পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০ ১১৪। **শ্রী পার্থ হাজরা,** প্রযত্নে মুকুন্দ হাজরা, ৩২৩ বাউড়িয়া স্টেশন রোড, বাউড়িয়া গার্লস হাই স্কুলের কাছে, হাওড়া।	**ক) ৩,৫৪,৪৯,৮১২.৬৫** টাকা (তিন কোটি চুয়ান্ন লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার আটশত বারো টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র) এর সাথে ০১.১১.২০২৬ তারিখ থেকে প্রযোজ্য পরবর্তী সুদ এবং চার্জ। **খ) ০৩.০৫.২০২৪** **গ) ২২.০৭.২০২৪**	ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, মৌজা- পানিহাটি, দাগ নং ১৪৮২, পানিহাটি পুরসভা ওয়ার্ড নং ০৩, হোল্ডিং নং ২৯এফ (নতুন), পানিহাটি, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা-তে **শ্রী স্বপন দাস ও শ্রীমতী দীপা দাস (পরিচালক ও জামিনদার)**-এর নামে অবস্থিত "পিয়ারলেস নগর শপিং কমপ্লেক্স"-এর ২য় ফ্লোরে প্রতিটি তলায় কমবেশি ৫০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকার বাণিজ্যিক স্থান, তৎসহ শপিং কমপ্লেক্সের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং সাধারণ সুযোগ-সুবিধা, বেসমেন্ট ও সাধারণ এলাকা সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত:** উত্তরে- দাগ নং ১০৬৯, ১০১৭, ১০১৬, ১০৬৭ এবং সরকারি রাস্তা, পূর্বে- ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, পশ্চিমে- দাগ নং ১০৬৩, ১০৬৪, ১০২২, ১০২১, ১৫৪২(পি), ১৫৪১, ১৫৪২ ও দাগ নং ১০০৫-এর জমি। **(বাস্তবিক দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)** সম্পত্তিটি দেখতে স্ক্যান করুন	**ক) ৪,৩৬,৫০,০০০.০০** টাকা (চার কোটি ছত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৪৩,৬৫,০০০.০০** টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১,০০,০০০.০০** টাকা (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল): ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪** **ঙ) ইএমডি পরিমাণ ৪৩,৬৫,০০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে জমা দিতে হবে।**

ক্রঃ নং	ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম এবং ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (বকেয়া সুদ সহ) খ) ১৩(২) ধারার অধীনে ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) ১৩(৪) ধারার অধীনে দখল নোটিশের তারিখ	সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, ব্রাঞ্চ এবং রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট।
৬.	**ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক,** **অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) শ্রীমতী বনি দাস (ঋণগ্রহীতা),** ৬২, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, ঢাকুরিয়া, সার্কাস অ্যাভিনিউ, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০ ০৩১।	**ক) ২৯,০৪,৭৪৯.৩১** টাকা (উনত্রিশ লক্ষ চার হাজার সাতশত ঊনপঞ্চাশ টাকা এবং একত্রিশ পয়সা মাত্র) এর সাথে **০১.১১.২০২৬** তারিখ থেকে প্রযোজ্য পরবর্তী সুদ এবং চার্জ। **খ) ০৫.০৬.২০২৬** **গ) ০৯.০৯.২০২৬**	সম্পত্তিটি দেখতে স্ক্যান করুন কলকাতা পুরনিগমের অধীনে, থানা- গড়ফা, কলকাতা-৭০০ ০৩১, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্রেমিসেস নং ২০/১/কে পি. রায় লেন-এ অবস্থিত ২য় ফ্লোরে ২টি শয়নকক্ষ, একটি বসার ও খাওয়ার ঘর, একটি রান্নাঘর এবং বারান

সিয়াং বাঁধ প্রকল্পে স্থানীয়দের বিক্ষোভ

আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের বার্তা শাহের

ইটানগর, ২১ নভেম্বর: ব্রহ্মপুত্র নদের উপর চিনের বিরাট জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পালটা অরুণাচলে সিয়াং নদীর উপর বাঁধ প্রকল্প শুরু করেছে ভারত। তবে সেই প্রকল্পে আটকে গিয়েছে স্থানীয় জনগণের আপত্তির জেরে। এই টালমাটাল পরিস্থিতির মাঝেই শনিবার অরুণাচলে পা রাখলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সরকারি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শাহ জানান, সিয়াং অঞ্চলের মানুষের অনুভূতি ও আবেগকে তিনি সম্মান করেন। তাঁদের উদ্বেগ শুনতেই এখানে এসেছেন তিনি। একইসঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের বার্তা দেন। অরুণাচলের ইটানগরের নিকটবর্তী বান্দারদেওয়ার পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'সিয়াং অঞ্চলের ভাই-বোনদের আমি আশ্বাস দিতে চাই, ইতিবাচক আলোচনার মাধ্যমেই আমরা সমাধানের পথ খুঁজে বের করব। দুশ্চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি



সরকারের ঠিক ততটাই সম্মান রয়েছে, যতটা আপনাদের রয়েছে। এই অঞ্চলের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে কোনও আপস না করেই আমরা এগিয়ে যাব।' উল্লেখ্য, সিয়াং নদীর উপর 'এসইউএমপি' প্রকল্প নিয়ে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে ভারত। নয়া এই প্রকল্পে বছরে ১১০০০ মেগাওয়াট অর্থাৎ ৪৭ বিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ তৈরি করবে ভারত। যার মূল্য ১.৫ লক্ষ কোটি। পাশাপাশি এই প্রকল্প এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ জলপ্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আর্থিকভাবে তো বটেই ভূ-রাজনৈতিকভাবেও এই প্রকল্প অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ। তবে কেন্দ্রের এই প্রকল্পে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, বড় বাঁধ হলে বহু গ্রাম ডুববে, আদিবাসীদের জমি-জীবিকা হারাবে। তবে সরকারের যুক্তি, তিব্বতে চিন যে বাঁধ বানাচ্ছে, তার সম্ভাব্য প্রভাব ঠেকাতেই এই জাতীয় প্রকল্প জরুরি। শুক্রবার স্থানীয়দের তরফে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্মারকলিপি পাঠিয়ে প্রকল্প বাতিল, প্রি-ফিজিবিলিটি রিপোর্টের কাজ বন্ধ, গ্রেপ্তার হওয়া আন্দোলনকারীদের মুক্তি, এফআইআর প্রত্যাহার ও গত মাসে হিংসায় ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে অমিত শাহ স্থানীয়দের রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, তাঁদের উদ্বেগ রাজ্য সরকারের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হোক। সরকার মানুষকে আস্থার সঙ্গে কোনও আপস না করেই এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

নিট-ইউজি মামলায় ১৪ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জগঠন

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: নিট-কাণ্ডের প্রতিবাদে মাস সাতেক আগে রাজধানী-সহ গোটা দেশ পথে নেমেছিল। ইস্তফা দিতে কার্যত বাধ্য হয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এ বার সেই নিট-ইউজি ২০২৬ প্রশ্নফাঁস মামলায় আনুষ্ঠানিক ভাবে চার্জগঠন হল। শনিবার দিল্লির একটি ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত এই মামলায় ১৪ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছে। রাউজ অ্যাভিনিউ কোর্টের বিশেষ বিচারক অজয় গুপ্তের এজলাসে এ দিন শুনানি হয়। বিচারকের সামনে নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেছেন সমস্ত অভিযুক্ত। তাঁরা বিচার প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।



গত ১৮ নভেম্বর বিশেষ বিচারক অজয় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আনুষ্ঠানিক চার্জ গঠনের জন্য ২১ নভেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছিল। বিচারবিভাগীয় হেপাজত থেকে সব অভিযুক্তকে এ দিন সশরীরে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সেই মতো শনিবার তাঁদের উপস্থিতিতেই চার্জগঠন হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর ধারায় চার্জ গঠন করেছে আদালত। তার মধ্যে রয়েছে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ এবং তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ। পাশাপাশি দুর্নীতি দমন আইন এবং পাবলিক এগজামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) আইন, ২০২৪-এর আওতায় চার্জ গঠন হয়েছে। এ ছাড়াও কপিরাইট লঙ্ঘনের অভিযোগে কপিরাইট আইনের ৬৩ নম্বর ধারাতেও তাঁদের বিচার হবে। সিবিআই-এর দেওয়া দু'টি পৃথক চার্জশিটে এই ১৪ জনের নাম রয়েছে। গত ২৮ জুলাই প্রথম চার্জশিট জমা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাতে ১৩ জনের নাম ছিল। এই তালিকায় ছিলেন ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র সঙ্গে যুক্ত তিন জন বিষয়-বিশেষজ্ঞ। তাঁরা হলেন মনীষা গুরুনাথ মান্ধরে (জীববিদ্যা), প্রহ্লাদ বিঠ্ঠলরাও কুলকার্নি (রসায়ন) এবং মনীষা সঞ্জয় হবলদার (পদার্থবিদ্যা)। এ ছাড়া কোচিং সংস্থার সঙ্গে যুক্ত দু'জন এবং বেশ কয়েক জন মধ্যস্থতাকারীর নামও ওই চার্জশিটে ছিল।

পরে ১৪ অক্টোবর অতিরিক্ত চার্জশিট জমা দেয় সিবিআই। তাতে ১৪তম অভিযুক্ত হিসেবে মহারাষ্ট্রের নান্দেড়ের বাসিন্দা শেষরাও বজরং সূর্যবংশী ওরফে রাজ সূর্যবংশীর নাম দেওয়া হয়। পেশায় চা-বিক্রেতা ওই ব্যক্তিকে গত ২ সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে এই মামলার ১৪ জন অভিযুক্ত হলেন; যশ যাদব, মাঙ্গিলাল বিওয়াল, দীনেশ বিওয়াল, বিকাশ বিওয়াল, শুভম খায়েরনার, ধনঞ্জয় লোখন্ডে, প্রহ্লাদ কুলকার্নি, তেজস হর্ষদ কুমার, মনোজ শিরুরে, শিবরাজ রঘুনাথ মোটেগাঁওকর, মনীষা ওয়াঘমারে, মনীষা মান্ধরে, শেষরাও বজরং সূর্যবংশী এবং মনীষা সঞ্জয় হবলদার।

সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে, ধৃত জম্মু-কাশ্মীরে যুবক

শ্রীনগর, ২১ নভেম্বর: সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তান থেকে ভারতে প্রবেশ করতেই গ্রেপ্তার করা হল এক যুবককে। জম্মু-কাশ্মীরে আরনিয়া সাব-সেক্টরে আরএস পুরা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আবাইস রাজা নামে ওই যুবককে। পুলিশ সূত্রে খবর, সাই কালান মোড়ের কাছে হরাপীর সেতুতে এক যুবককে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেন স্থানীয়েরা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ওই যুবককে ধরে ফেলেন এবং পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানতে পেরেছে, পাকিস্তানের লায়া জেলার বস্তি গোকালের বাসিন্দা রাজা। সূত্রের খবর, ধৃত পাক যুবক ঘন ঘন বয়ান বদলাচ্ছেন। এক বার তিনি দাবি করেছেন, পথ ভুলে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়েছেন। কোন পথে, কী ভাবে ঢুকলেন, তা নিয়েও নানা রকম তথ্য দিচ্ছেন, যেগুলির একটির সঙ্গে অন্যটির কোনও মিল নেই। ফলে এখান থেকেই তদন্তকারীদের সন্দেহ আরও বাড়ছে। তাঁদের ধারণা, আসল ঘটনা গোপন করতে চাইছেন ধৃত পাক যুবক। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, ধৃত যুবক পথ ভুলে ভারতে ঢুকে পড়েছেন, না কি নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা জানার চেষ্টা চলছে।



জম্মু-কাশ্মীরে ধৃত যুবক, পন্নুনকে খুনের ষড়যন্ত্রে সাজা ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তের

লন্ডন, ২১ নভেম্বর: আমেরিকায় খলিস্তানি জঙ্গি গুরপতবন্ত সিং পান্নুকে খুনের ষড়যন্ত্রে অবশেষে সাজা হল ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তের। শুক্রবার তাঁকে ২৩৫ মাস অর্থাৎ ১৯ বছর ৭ মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আমেরিকার একটি ফেডারেল আদালত। সাজা ঘোষণা করেন সাদার্ন ডিসট্রিক্ট অফ নিউ ইয়র্কের বিচারক ভিক্টর মারেরো। প্রায় ৮০ মিনিটের শুনানি শেষে রায় দেন তিনি। সাদার্ন ডিস্ট্রিক্ট অফ নিউ ইয়র্কের মার্কিন অ্যাটর্নির দপ্তর থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। নিখিল চলতি বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনটি অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন। শুনানি চলাকালীন আদালতে নিজের বক্তব্য জানান ৫৫ বছর বয়সি নিখিল। পান্নুকে খুনের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেন তিনি। চলতি বছরের শুরুতেই নিউ ইয়র্কে পান্নুকে খুনের চেষ্টার ঘটনায় তিনটি অভিযোগে দোষ স্বীকার করেছিলেন নিখিল। সেই অভিযোগগুলি হল; ভাড়াটে খুনি দিয়ে হত্যা (মার্ডার-ফর-হায়ার), ভাড়াটে খুনি দিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং আর্থিক তছরুপের ষড়যন্ত্র। যদিও মার্কিন সরকার নিখিলের জন্য ২৪ বছরের কারাদণ্ড চেয়েছিল। গত সপ্তাহে আদালতে জমা দেওয়া নথিতে সরকার দাবি করে, নিখিলের আচরণ ছিল একই সঙ্গে 'নৃশংস এবং বেপরোয়া'। সরকারের অভিযোগ, নিখিল এবং তাঁর সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা আমেরিকার মাটিতে এক মার্কিন নাগরিককে খুনের ছক কষেছিলেন। ওদের মধ্যে অন্তত এক জন ভারতীয় সরকারি কর্মচারী রয়েছেন বলেও দাবি করা হয়।

রাজস্থান পঞ্চায়েতে বড় জয় কংগ্রেসের

জয়পুর, ২১ নভেম্বর: রাজস্থানের পঞ্চায়েত ভোটে বড় জয় পেল কংগ্রেস। পঞ্চায়েত নির্বাচনে গেরুয়া শিবিরকে পিছনে ফেলে বিপুল আসনে জয় পেয়েছে হাত শিবির। পঞ্চায়েত সমিতি থেকে জেলা পরিষদ, সর্বত্রই উড়ল কংগ্রেসের বিজয় পতাকা। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী,পঞ্চায়েত সমিতির ৩৭০০-র বেশি আসনে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস। অন্যদিকে, বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছে ২,২০০-র কম আসন। জেলা পরিষদ নির্বাচনেও সাফল্য পেয়েছে কংগ্রেস। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ফলাফল ঘোষিত ৩৭টি জেলা পরিষদের মধ্যে ২৫টিতে বোর্ড গঠনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে কংগ্রেস। বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে ৯টি জেলা পরিষদে। একটি জেলা পরিষদে অন্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। বাকি দু'টিতে কোনও দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রেও কংগ্রেসের ফলাফল উল্লেখযোগ্য। মোট ৪১৯টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ৪১৮টির ফল ঘোষণা হয়েছে। তার মধ্যে ২৬৯টিতে বোর্ড গঠনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে কংগ্রেস। বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে ৭৩টিতে। বাকি ৬৩টি পঞ্চায়েত সমিতিতে এগিয়ে রয়েছে অন্যান্য দল। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, সব মিলিয়ে পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট ৭ হাজার ৫৪৩ আসনের মধ্যে কংগ্রেস জিতেছে ৩ হাজার ৭৫৮টি আসনে। বিজেপি জিতেছে ২,২১৩টি আসনে। সেখানে জেলা পরিষদে ১২৭৫ আসনের মধ্যে ৭৯৪ টি আসনে জয় পেয়েছে কংগ্রেস। আর বিজেপি জিতেছে ৩৫৭ আসনে। এই জয়ের পর কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'গ্রামের মানুষ সবকিছু দেখছিলেন, সবকিছু সহ্য করছিলেন। এবার তাঁরা নিজেদের কথা জানিয়েছেন। এটা শুধু রাজস্থানের রায় নয়, দেশের প্রতিটি গ্রামের মানুষের কণ্ঠস্বর।'

ট্রেনের ইঞ্জিনে আটকে মিনিবাস, ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা



জাকার্তা, ২১ নভেম্বর: ট্রেনের ইঞ্জিনে আটকে মিনিবাস। সেটিতে আগুন লেগেছে। তা ছড়িয়েছে ট্রেনের ইঞ্জিনেও। সেই অবস্থাতেই গাড়িটিকে কয়েক মিটার ঘষতে নিয়ে গেল দ্রুত গতির ট্রেন। ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ইন্দোনেশিয়ায়। দুর্ঘটনায় মৃত ১। আহত ৩। ট্রেনটির যাত্রীরা সকলেই সুস্থ। তাঁদের নিরাপদ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। ঘটনায় মিনিবাস চালকের মৃত্যু হয়েছে। ট্রেনের চালক তাঁর সহকারী ও এক কর্মী আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২৬৪ জন যাত্রী সুরক্ষিত রয়েছে বলে জানিয়েছে ওই দেশের রেল প্রশাসন। এই দুর্ঘটনায় ওই রুটের ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। অনেকগুলি ট্রেন বাতিল করা হয়। কিছু ট্রেনকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলে। দুর্ঘটনা নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে সে দেশের রেল প্রশাসন। শুক্রবার ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুমাত্রায় ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মেদান-পেমাটাং সিয়ান্টার রুটে ঘটে। দুর্ঘটনার দিন সিয়ান্টার এক্সপ্রেস গন্তব্যের দিকে ছুটছিল সেই সময় সিয়ান্টার ও দোলেক মেরাঙ্গির স্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকায় একটি অরক্ষিত রেল ক্রসিংয়ের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আচমকায় দ্রুত গতির ট্রেনটির সামনে চলে আসে একটি মিনিবাস। সংঘর্ষে বাসটি ইঞ্জিনের সঙ্গে আটকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে যায় গাড়িটিতে। সেই আগুন ছড়ায় ট্রেনের ইঞ্জিনেও। কিছুক্ষণের মধ্যে জরুরি ব্রেক কষে এক্সপ্রেসটিকে থামান চালকরা। খবর যায় রেলের কন্ট্রোলরুমে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল ও পুলিশ আধিকারিকরা। আগুন নিভিয়ে যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়।

ময়দান

রাহুলের শতক, ২ রানের জন্য সেঞ্চুরি অধরা শুভমনের, রানের পাহাড় গড়ার পথে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাট হাতে ওয়েলিংটনে ভারতীয় দাপট। কেএল রাহুলের দুরন্ত শতরান, শুভমন গিলের ৯৮ এবং দেবদত্ত পাডিক্কালের ৮০ রানের ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বড়সড় লিডের পথে ভারত। তৃতীয় দিনের শেষে চার উইকেট হারিয়ে ভারতের সংগ্রহ ৪৮৬ রান। প্রথম ইনিংসে ৩৬৮ রান করেছিল নিউজিল্যান্ড। ফলে এখনই ১১৮ রানে এগিয়ে রয়েছে সফরকারীরা। দিনের শেষে ঋষভ পন্থ ৫৫ রানে অপরাজিত থাকলেও ভারতীয় শিবিরের সবচেয়ে বড় আক্ষেপ অধিনায়ক গিলের শতরান হাতছাড়া হওয়া।



দিনের শুরুতে ভারতকে চাপে রাখার পরিকল্পনা নিয়েই মাঠে নামে নিউজিল্যান্ড। ম্যাট হেনরি ও নাথান স্মিথের আঁটসাঁট বোলিংয়ে প্রথম দিকে রান তুলতে যথেষ্ট সমস্যায় পড়েন রাহুল ও পাডিক্কাল। প্রথম ছয় ওভারের মধ্যে পাঁচ ওভারই ছিল রানশূন্য। তবে কোনও তাড়াহুড়ো না করে ক্রিজে নিজেদের জমিয়ে নেন দুই ভারতীয় ব্যাটার। ধীরে ধীরে রান তোলার গতি বাড়তে থাকে। একদিকে পাডিক্কলের ব্যাটে অর্ধশতরান, অন্যদিকে রাহুলের সাবলীল ব্যাটিংয়ে এগিয়ে চলে ভারতের ইনিংস। মধ্যাহ্নভোজের পরও ছবিটা বদলায়নি। বরং আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন রাহুল। জ্যাকব ডাফির বলে এক রান নিয়ে নিজের ১৩তম টেস্ট শতরান পূর্ণ করেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে এটাই তাঁর প্রথম টেস্ট শতরান। পাডিক্কালও তখন দুরন্ত ছন্দে। দ্বিতীয় উইকেটে দু'জনের দেড়শো রানের বেশি জুটি ভারতকে বড় রানের ভিত গড়ে দেয়। তবে শতরানের খুব কাছে পৌঁছেও শেষরক্ষা হয়নি পাডিক্কালের। কাইল জেমিসনের দুর্দান্ত বলে বোল্ড হয়ে ৮০ রানেই থামে তাঁর ইনিংস। এরপর রাহুলের সঙ্গে যোগ দেন শুভমন গিল। শুরু থেকেই নিউজিল্যান্ডের বোলারদের উপর পালটা আক্রমণ চালান ভারত অধিনায়ক। চার-ছক্কায় দ্রুত রান তুলতে থাকেন তিনি। চায়ের বিরতির পর ছক্কা মেরে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন গিল। অন্যদিকে রাহুলও নিজের ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। দু'জনের জুটিতে ওঠে ৯১ রান। শেষ পর্যন্ত নাথান স্মিথের বলে নিজের উইকেট হারিয়ে ১৩৬ রানে ফেরেন রাহুল।

এরপর দলের রান বাড়ানোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন ঋষভ পন্থ। প্রথম দিকে সাবধানে খেললেও পরে আগ্রাসী ব্যাটিং শুরু করেন তিনি। জ্যাকব ডাফির এক ওভারে দু'টি ছক্কা ও একটি চার মেরে ভারতের লিড একশো পার করে দেন। মাত্র ৫৫ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন পন্থ। গিলের সঙ্গে তাঁর শতরানের জুটিও পূর্ণ হয়।

কিন্তু দিনের শেষ ওভারে ভারতীয় শিবিরে নেমে আসে হতাশা। ৯৮ রানে দাঁড়িয়ে শতরানের অপেক্ষায় ছিলেন গিল। ঠিক তখনই জ্যাকব ডাফির বলে বোল্ড হয়ে সাজঘরে ফেরেন তিনি। মাত্র ২ রানের জন্য শতরান অধরা থেকে যায় ভারত অধিনায়কের। দিনের খেলা শেষ হয় ভারতের ৪ উইকেটে ৪৮৬ রানে। পন্থ অপরাজিত ৫৫। উল্লেখযোগ্যভাবে, বিদেশের মাটিতে এই প্রথম টেস্ট ইনিংসে ভারতের প্রথম পাঁচ ব্যাটারই অর্ধশতরানের গণ্ডি পেরোলেন। ব্যাটিংয়ের এমন সম্মিলিত দাপটে চতুর্থ দিনের আগে অনেকটাই স্বস্তিতে ভারত।

ডার্বির আগে মিগুয়েলকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নয় বাগানে, চার্চিল ম্যাচেই ফিরছেন ম্যাকলারেন!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডার্বির আগে একদিকে চোটের ধাক্কা সামলে সেরা দল গুছিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারদের নিয়ে বাড়তি সতর্কতা। সব মিলিয়ে বেশ হিসেব কষেই এগোতে চাইছেন মোহনবাগান কোচ প্যানাজিওটিস দিলেমপেরিস। মাঝের দীর্ঘ বিরতিতে দলের একাধিক চোট পাওয়া ফুটবলার সুস্থ হয়ে উঠবেন, এমনটাই আশা ছিল সবুজ-মেরুন শিবিরের। সেই তালিকায় ছিলেন আপুইয়া, মিগুয়েল এবং জেমি ম্যাকলারেন। প্রত্যাশামতোই আপুইয়া চোট সারিয়ে ফিরেছেন। তবে ব্রাজিলীয় মিডফিল্ডার মিগুয়েলকে নিয়ে এখনই কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নন গ্রিক কোচ। ফলে রবিবার চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে তাঁকে ছাড়াই নামবে মোহনবাগান। অন্যদিকে স্বস্তির খবর, চোট কাটিয়ে এই ম্যাচেই প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে দলের অন্যতম প্রধান গোলমেশিন জেমি ম্যাকলারেনের।

দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকার পর ম্যাকলারেনের প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে বড় স্বস্তি মোহনবাগান শিবিরে। সাম্প্রতিক ম্যাচগুলিতে একাধিক গোলের সুযোগ তৈরি করলেও সেগুলিকে কাজে লাগাতে পারেনি সবুজ-মেরুনের আক্রমণভাগ। কখনও ফিনিশিংয়ের অভাব, কখনও আবার শেষ মুহূর্তে ভুল সিদ্ধান্তের কারণে পয়েন্ট নষ্ট করতে হয়েছে দলকে। এমন পরিস্থিতিতে ম্যাকলারেনের মতো অভিজ্ঞ স্ট্রাইকারের ফিরে আসা আক্রমণে নতুন ধার যোগ করতে পারে। চার্চিল ম্যাচের আগে একটি প্রস্তুতি ম্যাচে হ্যাটট্রিকও করেছেন অস্ট্রেলীয় তারকা। যা প্রমাণ করে, গোলের মধ্যে ফেরার জন্য কতটা মরিয়া তিনি। তাঁর এই ছন্দ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচেও বজায় থাকুক, সেটাই চাইবেন কোচ।

তবে ম্যাকলারেন ফিরলেও মিগুয়েলকে নিয়ে এখনই কোনও তাড়াহুড়ো করতে চাইছেন না দিলেমপেরিস। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, চার্চিল ম্যাচে ব্রাজিলীয় মিডফিল্ডারকে পাওয়া যাবে না। তাঁর কথায়, চার্চিল ম্যাচে ও খেলবে না। আসলে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাইছি না। আমার বিশ্বাস আগামী সপ্তাহ থেকে অনুশীলনে ওকে একশো শতাংশ ফিট পাব।দ অর্থাৎ, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে মিগুয়েল পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলে প্রথম লেগের ডার্বিতে তাঁর খেলার সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল। বড় ম্যাচের আগে গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে সম্পূর্ণ ফিট অবস্থায় পাওয়াই এখন কোচের প্রধান লক্ষ্য। এদিকে আপুইয়ার প্রত্যাবর্তনও বাগান শিবিরের কাছে বড় স্বস্তি। মাঝের বিরতিতে চোটের সমস্যা কাটিয়ে অনুশীলনে ফিরেছেন এই ভারতীয় মিডফিল্ডার। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন চোট নিয়ে খেলা এরউইনকেও সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন কোচ। দিলেমপেরিসের বক্তব্য, 'এই বিরতিটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। চোটের সমস্যায় থাকা বেশ কয়েকজন ফুটবলারকে সুস্থ করে তোলার সুযোগ পেয়েছি। আপুইয়া সুস্থ হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন চোট নিয়ে খেলে যাওয়া এরউইনকে সুস্থ করে তোলা গিয়েছে। মিগুয়েলকেও অনেকটা সুস্থ।' অর্থাৎ, চোটের কারণে যে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল মোহনবাগানকে, বিরতির সুযোগ কাজে লাগিয়ে তা অনেকটাই সামাল দেওয়া গিয়েছে। তবে ডার্বির আগে কোচের মাথাব্যথার আরেকটি কারণ আলবার্তো রডরিগেজ। ইতিমধ্যেই তিনটি হলুদ কার্ড দেখে ফেলেছেন স্পেনীয় ডিফেন্ডার। চার্চিল ম্যাচে আরও একটি হলুদ কার্ড দেখলেই ডার্বিতে তাঁকে পাওয়া যাবে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, গুরুত্বপূর্ণ ডার্বির কথা মাথায় রেখে চার্চিলের বিরুদ্ধে কি আলবার্তোকে বিশ্রাম দিতে পারেন দিলেমপেরিস? যদিও এই সম্ভাবনায় বিশেষ সিলমোহর দিতে চাননি বাগান কোচ। তাঁর সাফ বক্তব্য, তবেই মুহূর্তে আমার মাথায় শুধুই চার্চিল ম্যাচ। অন্য কোনও ম্যাচ নিয়ে ভাবছি না।' কোচের এই মন্তব্য থেকে ইঙ্গিত, চার্চিলের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে আলবার্তোকে রাখার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, ডার্বির আগে কোনও ম্যাচকেই হালকাভাবে নিতে চাইছে না সবুজ-মেরুন শিবির।

অন্যদিকে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে নজরকাড়া পারফরম্যান্সের পর মোহনবাগানের তরুণ ফুটবলার সুহেল ভাটকেও ঘিরে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার পাশাপাশি সেরা ফুটবলারের পুরস্কারও জিতেছেন তিনি। কিন্তু তারকা ফুটবলারদের ভিড়ে মোহনবাগানের আক্রমণভাগে কতটা নিয়মিত সুযোগ পাবেন সুহেল, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। যদিও তরুণ স্ট্রাইকারের পাশে দাঁড়িয়েছেন দিলেমপেরিস। তাঁর কথায়, 'ও আমাদের দলের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আমার কোচিংয়ে ও অন্য অনেক ফুটবলারের চেয়ে বেশি সুযোগ পেয়েছে।' অর্থাৎ, ভবিষ্যতেও সুহেলকে পরিকল্পনার বাইরে রাখছেন না কোচ।

J. B. ROY STATE AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, KOLKATA

বিজ্ঞপ্তি

জে. বি. রায় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সকল প্রাক্তনীকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২রা ডিসেম্বর ২০২৬, দুপুর ২টায়, কলেজের অগ্নিবেশ সভাগৃহে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন গঠন ও পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। সকল প্রাক্তনীর উপস্থিতি ও সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

অধ্যক্ষ–অধীক্ষক,
জে. বি. রায় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, কলকাতা

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 10/e-NIT/EE/CSD/E&AM/KMDA of 2026-2027

e-Tender is invited by Executive Engineer, Common Service Division, E&AM Sector, KMDA, Unnayan Bhavan, 1st floor, 'B' Block, Salt Lake City, Kolkata -700 091 from bonafide, reliable and resourceful experienced agency /firms / companies / individual contractors, for the work, **Name of Work, Estimated amount, Earnest Money, Time of Completion,** Up-gradation and modification of Vice Chairman's chamber, Visitor Room, Common Corridor etc. with allied works including Civil & electrical component at VIP Block KMDA at 2nd floor, "B" Block Unnayan Bhawan, Salt Lake, Kol-700091., Rs.16,95,834/-, Rs.33,917/-, 60 Days, **End date & time of Bid submission:** 05.12.2026, 15:00 HRS., for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in **(KMDA-779)**
www.wbtenders.gov.in

ICA- T20120(3)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপ্রভাত





হাসির আড়ালে বিষণ্ণতার কবি তারাপদ রায়

তারাপদ রায়ের কবিতায় কৌতুক, শ্লেষ ও মানুষের গোপন ক্ষত

নুরুল ইসলাম বাবুল

তারাপদ রায়ের কবিতাকে কেবল কৌতুকের কবিতা বলে চিহ্নিত করা তাঁর প্রতি এক ধরনের অবিচার। তাঁর কবিতায় হাস্যরস আছে, কিন্তু সেই হাসির ভিতরে আছে সময়ের প্রতি সন্দেহ, সমাজের প্রতি প্রশ্ন এবং মানুষের অসহায়তার প্রতি গভীর মমতা। তিনি বড় বড় শব্দ ব্যবহার করে শোকের ঘোষণা দেন না। বরং ছোট ছোট দৃশ্যের মধ্যে শোককে রেখে দেন। তাঁর কবিতায় একটি ছেঁড়া মোজা কখনো একটি মৃত মানুষের স্মৃতির চেয়ে ছোট নয়; একটি সাধারণ মাছের স্বাদ কখনো একটি পারিবারিক ইতিহাসের চেয়ে তুচ্ছ নয়। কবিতার শক্তি বোধ হয় এখানেই; যে জীবনকে আমরা প্রতিদিন খুব সাধারণ বলে পাশ কাটিয়ে যাই, কবি সেই জীবনের ভিতরেই অসাধারণের সন্ধান পান।

‘বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা;’ জীবনানন্দ দাশের ‘সমারূঢ়’ কবিতার এই পঙ্‌ক্তিটির মধ্যে এমন এক শ্লেষ লুকিয়ে আছে, যা প্রথম পাঠে ঠোঁটের কোণে হাসি আনে, অথচ একটু থামলেই চিন্তার ভিতরে কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে। কবিতার কথক যখন ছায়াপিণ্ডকে এই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন, তখন তার মধ্যে কেবল রসিকতা থাকে না; থাকে কবি ও কবিতার বিচারক হয়ে ওঠা মানুষের মধ্যেকার এক গভীর সংঘাত। বাংলা কবিতায় হাসি যে কখনো কখনো প্রতিবাদের সবচেয়ে ধারালো ভাষা হয়ে উঠতে পারে, জীবনানন্দের এই উচ্চারণ তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই হাসির অন্য একটি ভূগোলও আছে। সেখানে শ্লেষের সঙ্গে মিশে থাকে ব্যক্তিগত ক্ষয়, সংসারের অভাব, মৃত্যুর স্মৃতি এবং মানুষের একাকিত্ব। তারাপদ রায়ের কবিতার কাছে এলে সেই ভূগোলের সন্ধান পাওয়া যায়।

আমাদের পাঠাভ্যাসে তারাপদ রায় যেন অনেকটা সহজে চেনা একজন মানুষ। তাঁর কবিতা পড়তে গিয়ে আমরা হাসি, চমকে উঠি, কখনো পরিচিত জীবনের কোনো বিচিত্র মুহূর্তকে নতুন করে চিনতে পারি। তাঁর ভাষায় নেই দুর্বোধ্যতার আয়োজন, নেই শব্দের ভারে পাঠককে অভিভূত করার চেষ্টা। এই সহজতাকেই অনেকে তাঁর কবিতার প্রধান পরিচয় বলে ধরে নিয়েছেন। অথচ সহজ ভাষা মানেই সহজ অনুভব নয়। বরং তারাপদর কবিতায় লঘু উচ্চারণের নিচে যে ভার জমে থাকে, সেটিই তাঁর কবিসত্তার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক। তাঁর হাসি অনেক সময় কান্নাকে আড়াল করে না, কান্নার কাছে পৌঁছনোর পথ তৈরি করে।

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত ‘ছিলাম ভালোবাসার নীল পতাকাতলে স্বাধীন’ কাব্যগ্রন্থের ‘জীবনানন্দ দাশ ১৯৬২’ কবিতাটি পড়তে গিয়ে এই অনুভূতি আরও স্পষ্ট হয়। কবিতার শুরুতে সম্বোধন;

‘স্যার, বারান্দায় একটু অপেক্ষা করুন।
দুলাইন লিখে নিতে দিন, একটু একটা লিখতে দিন
আপনার উৎপাতে বড় ব্যতিব্যস্ত আছি।’

কবিতার এই কথাগুলির মধ্যে যে মৃদু বিরক্তি, তা আসলে কাকে উদ্দেশ করে? একজন মৃত কবিকে? তাঁর কবিতার ছায়াকে? নাকি উত্তরসূরির সৃষ্টিশীল স্বাধীনতার পথে দাঁড়িয়ে থাকা এক অতিকায় সাহিত্যিক উপস্থিতিকে? জীবনানন্দ দাশ ১৯৫৪ সালে ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতায় মৃত্যুর যে অনিবার্য ও শীতল উপস্থিতি, তা বাংলা কবিতার স্মৃতিতে আজও অমোচনীয়। তারাপদর কবিতার শিরোনামে ১৯৬২ সালকে সেই মৃত্যুর আট বছর পরের সময় হিসেবে পড়লে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত তৈরি হয়। তবে এটিকে নিছক অঙ্কের কৌশল বলে দেখলে কবিতার গভীরতা ধরা পড়বে না। এখানে আসলে একজন উত্তরসূরি তাঁর পূর্বসূরির সঙ্গে কথোপকথনে প্রবেশ করছেন। জীবনানন্দের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা যেমন আছে, তেমনই আছে সেই প্রভাবের অনিবার্য স্বীকারোক্তি।

‘প্রত্যেক রাত্রিতে কেন, প্রত্যেক রাত্রিতে
কোনো পরিচয় নেই, কোনো আত্মীয়তা নেই, কেন,
আমার ঘরের মধ্যে কেন?’

এই প্রশ্নগুলির মধ্যে যেন এক তরুণ কবির ব্যক্তিগত ঘরে ঢুকে পড়েছেন তাঁর পূর্বসূরি। সাহিত্যিক প্রভাব কখনো কেবল অনুকরণের বিষয় নয়; তা অনেক সময় নিজের স্বর খুঁজে পাওয়ার দীর্ঘ, যন্ত্রণাময় সংগ্রাম। জীবনানন্দের মতো কবির পরে যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের অনেককেই তাঁর বিপুল কাব্যজগতের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে বোঝাপড়া করতে হয়েছে। তারাপদ সেই বোঝাপড়াকে তত্ত্বের ভাষায় প্রকাশ করেননি। করেছেন কথোপকথনের ছলে, সামান্য বিরক্তির অভিনয়ে। এখানেই তাঁর শ্লেষের সার্থকতা। হাসির ভিতরে তিনি লুকিয়ে রেখেছেন উত্তরসূরির উদ্বেগ।

তারাপদ রায়ের কবিতার আরেকটি আশ্চর্য জায়গা তাঁর সংসারবোধ। সংসার তাঁর কাছে কোনো বিমূর্ত প্রতিষ্ঠান নয়; সংসার মানে কয়েকজন মানুষ, কিছু দৈনন্দিন প্রয়োজন, সামান্য আয়, অপ্রত্যাশিত মৃত্যু এবং বেঁচে থাকার দায়। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত ‘পাতা ও পাখিদের আলোচনা’ কাব্যগ্রন্থের ‘তদন্ত কমিশন’ কবিতাটি এই অর্থে অসাধারণ।

‘আমাদের সাড়ে আটজনের সংসারে
তিনজন মারা গেছে একবছরের মধ্যে
আমরা ভালো আছি। ,এত স্পষ্ট কিছু বলা যায় না’

‘সাড়ে আটজন’;এই একটি শব্দবন্ধই পাঠককে থামিয়ে দেয়। একটি সংসারের সদস্যসংখ্যা কীভাবে ভগ্নাংশে পৌঁছয়? কবি কোনো ব্যাখ্যা দেন না। এই অনির্দিষ্টতার মধ্যেই তৈরি হয় কৌতুকের জায়গা। অথচ পরপর তিনটি মৃত্যুর পর ‘আমরা ভালো আছি’ বলার যে সামাজিক অভ্যাস, তার মধ্যে লুকিয়ে আছে এক নির্মম বাস্তবতা। শোকেরও যেন একটা ভদ্রলোকসুলভ সংযম আছে। সংসারের বিপর্যয়কে আড়াল করে মানুষ পরিচিতজনের সামনে স্বাভাবিক থাকার অভিনয় করে যায়।
কবিতার পরের পঙ্‌ক্তিগুলি আরও মর্মস্পর্শী;

‘তবু মোজা ছিঁড়ে গেলে কারো কথা মনে পড়ে,
কই মাছ খেতে গেলে কারো কথা মনে পড়ে।’

এখানে কোনো বড় স্মৃতিসৌধ নেই, নেই মৃত্যুকে মহিমান্বিত করার আয়োজন। আছে একটি ছেঁড়া মোজা এবং কই মাছের স্বাদ। অথচ এই সামান্য দুটি অনুষঙ্গের মধ্যেই ফিরে আসে হারিয়ে যাওয়া মানুষের উপস্থিতি। হয়তো কোনো একজনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল মোজা কেনার স্মৃতি, কারও সঙ্গে কই মাছ খাওয়ার অভ্যাস। মানুষ চলে যায়, কিন্তু তার ব্যবহার করা জিনিস, তার পছন্দ, তার অভ্যাস সংসারের মধ্যে থেকে যায়। শোক এভাবেই দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিশে থাকে। তারাপদ জানেন, মৃত্যুর সবচেয়ে দীর্ঘ ছায়া অনেক সময় শ্মশানে পড়ে থাকে না; পড়ে থাকে রান্নাঘরে, পুরোনো জামাকাপড়ে, খাবার টেবিলের একটি খালি জায়গায়। এই কবিতার হাসি তাই শেষ পর্যন্ত আর হাসি থাকে না। পাঠক বুঝতে পারেন, জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়গুলিও কত সামান্য ঘটনার মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয়।

এই ব্যক্তিগত সংসার থেকে তারাপদ অনায়াসে পৌঁছে যান বৃহত্তর মানবিক অভিজ্ঞতায়। তাঁর ‘যুদ্ধশেষ’ কবিতায় যুদ্ধের পরিণতি নিয়ে যে প্রশ্ন উঠে আসে, তা কোনো একটি নির্দিষ্ট যুদ্ধের বিবরণে সীমাবদ্ধ নয়।

‘ভুলেও কি ভেবেছিলো কেউ কোনোদিন,
এই যুদ্ধ সত্যি শেষ হবে।
ভগ্ন শিরস্ত্রাণ, রক্ত লেগে আছে শতচ্ছিন্ন মলিন পোশাকে,’

যুদ্ধ শেষ হওয়ার সরকারি ঘোষণা থাকতে পারে, বিজয়ীর পতাকা উড়তে পারে, ইতিহাসে বিজয় ও পরাজয়ের হিসাব লেখা থাকতে পারে। কিন্তু যে মানুষটি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসে, তার ভিতরের যুদ্ধ কি শেষ হয়? এই প্রশ্নেই কবিতাটি তার রাজনৈতিক ও মানবিক তাৎপর্য অর্জন করে। এখানে মনে পড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কবি উইলফ্রেড আওয়েনের কথা। তাঁর ‘Strange Meeting’ কবিতায় যুদ্ধক্ষেত্রের গভীর অন্ধকার যেন মানুষের বিবেকের এক দীর্ঘ সুড়ঙ্গ। আওয়েনের মতো তারাপদও যুদ্ধের বাহ্যিক বীরত্বের চেয়ে তার অন্তর্গত ক্ষতকে দেখতে চান। দুই কবির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলাদা, কিন্তু মানুষের মৃত্যু ও যুদ্ধের অসারতা তাঁদের কবিতায় এক জায়গায় এসে মেলে। কুরুক্ষেত্র থেকে পানিপথ, পার্ল হারবার থেকে আধুনিক পৃথিবীর যুদ্ধক্ষেত্র;যুদ্ধের নাম ও ভূগোল পাল্টায়, কিন্তু মানুষের ক্ষত পাল্টায় না। যুদ্ধশেষে সৈনিকের ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা তাই কেবল নিজের বাড়িতে ফেরার আকাঙ্ক্ষা নয়; তা জীবনের স্বাভাবিকতায় ফিরে যাওয়ার আকুতি। উঠোনে আলো পড়বে কি না, গ্রামের পথটি আগের মতো আছে কি না, ঘরের মানুষটি অপেক্ষা করছে কি না;এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই যুদ্ধের প্রকৃত ট্র্যাজেডি। তারাপদর কবিতা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, যুদ্ধের ইতিহাসে বিজয়ীর নাম লেখা থাকলেও পরাজিত হয় অসংখ্য সাধারণ মানুষের জীবন।

এই কারণেই তারাপদ রায়ের কবিতাকে কেবল কৌতুকের কবিতা বলে চিহ্নিত করা তাঁর প্রতি এক ধরনের অবিচার। তাঁর কবিতায় হাস্যরস আছে, কিন্তু সেই হাসির ভিতরে আছে সময়ের প্রতি সন্দেহ, সমাজের প্রতি প্রশ্ন এবং মানুষের অসহায়তার প্রতি গভীর মমতা। তিনি বড় বড় শব্দ ব্যবহার করে শোকের ঘোষণা দেন না। বরং ছোট ছোট দৃশ্যের মধ্যে শোককে রেখে দেন। তাঁর কবিতায় একটি ছেঁড়া মোজা কখনো একটি মৃত মানুষের স্মৃতির চেয়ে ছোট নয়; একটি সাধারণ মাছের স্বাদ কখনো একটি পারিবারিক ইতিহাসের চেয়ে তুচ্ছ নয়। কবিতার শক্তি বোধ হয় এখানেই; যে জীবনকে আমরা প্রতিদিন খুব সাধারণ বলে পাশ কাটিয়ে যাই, কবি সেই জীবনের ভিতরেই অসাধারণের সন্ধান পান। তারাপদ রায় আমাদের হাসান, কারণ তিনি মানুষের অসংগতিগুলি দেখেন। আবার সেই হাসির পরেই আমাদের থামিয়ে দেন, কারণ তিনি জানেন, মানুষের জীবনে হাসির চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী অনেক নীরবতা আছে। তাঁর কবিতার সেই নীরবতার নামই হয়তো বিষণ্ণতা। আর সেই বিষণ্ণতা কোনো অন্ধকারের একরঙা ছবি নয়; তাতে সংসারের আলো, স্মৃতির ধুলো, অভাবের গন্ধ এবং হারিয়ে যাওয়া মানুষের স্পর্শ মিশে আছে।

তারাপদ রায়কে নতুন করে পড়া অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু তাঁর কৌতুক আবিষ্কারের জন্য নয়, সেই কৌতুকের ভিতরে চাপা পড়ে থাকা মানুষটিকে খুঁজে পাওয়ার জন্য। যে মানুষটি হাসে, অথচ জানে তার হাসির আড়ালে কত অনুচ্চারিত কথা জমে আছে।

বাংলা কবিতায় এমন কবিরা খুব সহজে পাঠকের মনে জায়গা করে নেন, কিন্তু তাঁদের গভীরতা বুঝতে পাঠককে একটু দেরি করতে হয়। তারাপদ রায় সেই দেরিতে আবিষ্কৃত কবিদের একজন। তাঁর কবিতা শেষ হলে হাসির রেশ হয়তো কিছুক্ষণ থেকে যায়, কিন্তু তারও পরে কোথাও একটি বিষণ্ণ প্রশ্ন জেগে থাকে;আমরা কি সত্যিই ভালো আছি?

ধৈর্যের ক্যাসেট থেকে দ্রুততার রিল

সময়ের দুই প্রান্তে দুই প্রজন্ম

পিয়ালী ঘোষ

একসময় জীবন যেন চলত ধীর লয়ের সুরে। বিকেলের রোদ ফিকে হতে হতে ডাকপিয়নের সাইকেলের ঘণ্টা শোনা যেত, আর সেই অপেক্ষার মধ্যেই লুকিয়ে থাকত আনন্দ। চিঠির উত্তর পেতে সময় লাগত, সিনেমা দেখতে হলে সপ্তাহান্তের প্রতীক্ষা, আর প্রিয় গান শোনার জন্য নির্দিষ্ট সময় ধরে রেডিওর সামনে বসে থাকা;এসবই ছিল এক স্বাভাবিক জীবনছন্দ। ধৈর্য তখন কোনো গুণ নয়, বরং অভ্যাস। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, সেই ধৈর্যের যুগ যেন প্রায় রূপকথার মতো শোনায়। আমরা এখন এমন এক সময়ে বাস করছি যেখানে সবকিছুই তএখনইদ চাই; এই মুহূর্তে, এক ক্লিকেই।

আজকের পৃথিবী ঠিক তার উল্টো। এখন সবকিছুই হাতের মুঠোয়;একটি টাচস্ক্রিন, একটি ক্লিক, আর মুহূর্তের মধ্যে পাওয়া যায় খবর, বিনোদন, সম্পর্ক এমনকি কাজের সুযোগও। এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে দুই প্রজন্ম;মিলেনিয়াল (Millennials) এবং জেন জি (Gen Z) ;যারা সময়ের এই রূপান্তরের দুই ভিন্ন অধ্যায়। ধৈর্যের দীর্ঘ অধ্যায় পেরিয়ে আমরা এখন প্রবেশ করেছি দ্রুততার এক অস্থির অথচ উদ্দীপনাময় যুগে;যেখানে মিলেনিয়াল এবং জেন জি প্রজন্ম হয়ে উঠেছে সময়ের এই পরিবর্তনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

মিলেনিয়ালরা যেন এক সেতুবন্ধন। তারা বড় হয়েছে এমন এক সময়ে, যখন পৃথিবী ধীরে ধীরে ডিজিটাল হয়ে উঠছিল। তাদের শৈশবের স্মৃতিতে রয়েছে ক্যাসেট প্লেয়ার, ল্যান্ডলাইন ফোন, আর ইন্টারনেটের প্রথম দিককার ধীর গতি। আবার যৌবনে তারা দেখেছে স্মার্টফোনের বিস্ফোরণ, সোশ্যাল মিডিয়ার উত্থান। ফলে তারা ধৈর্যের গুরুত্ব বোঝে, আবার দ্রুততার সুবিধাও গ্রহণ করতে পারে। তারা অপেক্ষার সৌন্দর্য যেমন জানে, তেমনই আবার



অনলাইন শপিংয়ের ‘ডেলিভারি ট্র্যাকিং’-এর উত্তেজনাও উপভোগ করে।

অন্যদিকে, জেন জি প্রজন্ম জন্ম থেকেই দ্রুততার ভেতরে বেড়ে উঠেছে। তাদের কাছে তঅপেক্ষাদ শব্দটি প্রায় অচেনা। তাদের কাছে ডিজিটাল দুনিয়া কোনো নতুন আবিষ্কার নয়, বরং জন্মগত পরিবেশ। তারা ‘ডিজিটাল নেটিভ’। তথ্যের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না, বিনোদনের জন্য সময় মেনে চলতে হয় না, এমনকি সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সময়ের বাধ্যবাধকতা অনেকটাই কমে গেছে। তারা বহুকাজে পারদর্শী, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম, এবং নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে। স্মার্টফোন, সোশ্যাল মিডিয়া, স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম;এসব তাদের জীবনের স্বাভাবিক অংশ। তাদের কাছে তথ্যের অভাব নেই, বরং তথ্যের প্রাচুর্যই এক নতুন চ্যালেঞ্জ।

সময়ের ধারণা এই দুই প্রজন্মকে আলাদা করে দেয়। মিলেনিয়ালরা যেখানে কোনো কাজের জন্য কিছুটা সময় নিতে অভ্যস্ত, সেখানে জেন জি দ্রুত ফলাফল প্রত্যাশা করে। ইউটিউব ভিডিও যদি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আকর্ষণীয় না হয়, তারা স্কিপ করে দেয়। কোনো অ্যাপ ধীরে কাজ করলে তাৎক্ষণিকভাবে অন্য বিকল্প খুঁজে নেয়। তাদের মনোযোগের স্থায়িত্ব কম, কিন্তু তথ্য গ্রহণের গতি অসাধারণ।
মিলেনিয়ালদের কাছে সময় একটি বিনিয়োগ;যা ধীরে ধীরে ফল দেয়। আর জেন জির কাছে সময় হলো একটি সম্পদ, যা দ্রুত ব্যবহার করতে হয়। এই পার্থক্য তাদের কাজের ধরণ, সম্পর্কের ধরন, এমনকি চিন্তার পদ্ধতিতেও প্রতিফলিত হয়।

এই দ্রুততার সংস্কৃতি শুধু প্রযুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়েছে। কর্মজীবনে জেন জি দ্রুত উন্নতি চায়, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করে।



তারা চাকরির প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্ন করে; ফ্রিল্যান্সিং, স্টার্টআপ বা কনটেন্ট ক্রিয়েশনের মতো বিকল্প পথে এগিয়ে যেতে চায়। তাদের কাছে সফলতা মানে শুধু আর্থিক নিরাপত্তা নয়, বরং মানসিক পরিতৃপ্তি এবং ব্যক্তিগত পরিচয়ের প্রকাশ।

তবে এই দ্রুততার যুগে কিছু প্রশ্নও উঠে আসে। আমরা কি ধৈর্যের মূল্য হারিয়ে ফেলছি? সবকিছু দ্রুত পাওয়ার অভ্যাস কি আমাদের মানসিকভাবে অস্থির করে তুলছে? মিলেনিয়াল প্রজন্ম অনেক সময় এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজে, কারণ তারা জানে অপেক্ষার গুরুত্ব। অপেক্ষার যে আনন্দ, ধীরে ধীরে কিছু অর্জনের যে তৃপ্তি;তা কি আজও একইভাবে অনুভূত হয়?
মিলেনিয়ালদের একাংশ এই প্রশ্নে ফিরে তাকায়। তারা বুঝতে পারে যে সবকিছু তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায় না, এবং কিছু অর্জনের জন্য সময়, পরিশ্রম এবং স্থিরতা প্রয়োজন। আর জেন জি-র একাংশ নতুন করে খুঁজতে শুরু করেছে ‘স্লো লাইফ’-এর অর্থ।

আজকের তরুণরা তাই আবার ধীরে চলার কথা ভাবছে। মানসিক স্বাস্থ্য, ডিজিটাল ডিটক্স, ‘স্লো লিভিং’; এই ধারণাগুলো তাদের মধ্যেও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তারা বুঝতে শুরু করেছে, গতি যতই বাড়ুক, জীবনের গভীরতা ধরে রাখা জরুরি। সময়ের এই রূপান্তর তাই কোনো দ্বন্দ্ব নয়, বরং এক চলমান সংলাপ। মিলেনিয়ালদের ধৈর্য এবং জেন জির দ্রুততা;এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই তৈরি হতে পারে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ভবিষ্যৎ। যেখানে প্রযুক্তির সুবিধা থাকবে, কিন্তু মানবিকতা হারাবে না; যেখানে গতি থাকবে, কিন্তু গভীরতাও বজায় থাকবে।

অতএব, ধৈর্যের যুগ থেকে দ্রুততার যুগে আমাদের যাত্রা কেবল প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের গল্প নয়, বরং মানুষের মানসিকতা, মূল্যবোধ এবং জীবনদর্শনের এক গভীর রূপান্তরের কাহিনী। এই গল্পে যেমন আছে অগ্রগতির আলো, তেমনই আছে হারানোর আভাস। সময়ের এই পরিবর্তন আমাদের সামনে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রেখে যায়;আমরা কি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলব, নাকি সময়কে নিজের মতো করে গড়ে নেব? হয়তো উত্তরটি মাঝামাঝি কোথাও। যেখানে আমরা শিখব কখন দ্রুত এগোতে হয়, আর কখন থেমে গিয়ে জীবনের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য অনুভব করতে হয়। এই ভারসাম্যই হতে পারে আগামী দিনের সবচেয়ে বড় প্রজ্ঞা।